মার্কলিখিত সুসমাচার

যীশুর আগমনের প্রস্তুতি

(মথি 3:1-12; লূক 3:1-9, 15-17; যোহন 1:19-28)

1 ঈশ্বর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের সূচনা; 2ভাববাদী
যিশাইয়র পুস্তকে যেমন লেখা আছে,

"শোন! আমি নিজের সহায়কে তোমার আগে
পাঠাবো। সে তোমার জন্য পথ প্রস্তুত করবে।"

মালাখি 3:1

3"মরুপ্রান্তরে একজনের রব ঘোষণা করছে,
'তোমরা প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, তাঁর জন্য
পথ সরল কর।'"

যিশাইয় 40:3

4তাই বাপ্তিস্মদাতা যোহন এলেন; তিনি মরুপ্রান্তরে লোকদের বাপ্তাইজ* করছিলেন। তিনি প্রচার করেছিলেন যেন লোকেরা পাপের ক্ষমা পাবার জন্য মনফিরায় ও বাপ্তিস্ম নেয়। 5তাতে যিহুদিয়া ও জেরুশালেমের সমস্ত মানুষ তাঁর কাছে যেতে শুরু করল। তারা নিজের নিজের পাপ স্বীকার করে যর্দন নদীতে তাঁর কাছে বাপ্তাইজ হতে লাগল। 6যোহন উটের লোমের তৈরী কাপড় পরতেন। তাঁর কোমরে চামড়ার কোমরবন্ধনী ছিল, এবং তিনি পঙ্গপাল ও বনমধু খেতেন। 7তিনি প্রচার করতেন, "আমার পরে এমন একজন আসছেন, যিনি আমার থেকে শক্তিমান, আমি নিচু হয়ে তাঁর পায়ের জুতোর ফিতে খোলার যোগ্য নই। 8আমি তোমাদের জলে বাপ্তাইজ করলাম কিন্তু তিনি তোমাদের পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজ করবেন।"

যীশুর বাপ্তিস্ম

(মথি 3:13-17; লূক 3:21-22)

9সেই সময় যীশু গালীলের নাসরৎ থেকে এলেন আর যোহন তাঁকে যর্দন নদীতে বাপ্তাইজ করলেন। 10জল থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখলেন, আকাশ দুভাগ হয়ে গেল এবং পবিত্র আত্মা কপোতের মত তাঁর ওপর নেমে আসছেন। 11আর স্বর্গ থেকে এই রব শোনা গেল, "তুমিই আমার প্রিয় পুত্র। আমি তোমাতে খুবই সন্তুষ্ট।"

যীশুর পরীক্ষা

(মথি 4:1-11; লূক 4:1-13)

12এরপরই আত্মা যীশুকে প্রান্তরে নিয়ে গেলেন। 13সেখানে তিনি চল্লিশ দিন ছিলেন, সেই সময় শয়তান তাঁকে প্রলুব্ধ করছিল। তিনি বন্য পশুদের সঙ্গে থাকতেন আর স্বর্গদূতেরা এসে তাঁর সেবা করতেন।

যীশু কিছু শিষ্য মনোনীত করলেন

(মথি 4:12-22; লূক 4:14-15; 5:1-11)

14যোহন কারাগারে বন্দী হবার পর যীশু গালীলে গেলেন; আর সেখানে তিনি ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করলেন। 15যীশু বললেন, "সময় এসে গেছে; ঈশ্বরের রাজ্য খুব কাছে। তোমরা পাপের পথ থেকে মনফিরাও এবং ঈশ্বরের সুসমাচারে বিশ্বাস কর!"

16গালীল হ্রদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে যীশু শিমোন এবং তার ভাই আন্দ্রিয়কে হ্রদে জাল ফেলতে দেখলেন, কারণ তাঁরা মাছ ধরতেন। 17যীশু তাঁদের বললেন, "ওহে তোমরা আমার সঙ্গে এস; আমি তোমাদের মাছ নয়, ঈশ্বরের জন্য মানুষ ধরতে শেখাব।" 18আর তখনই শিমোন এবং আন্দ্রিয় তাঁদের জাল ফেলে রেখে যীশুকে অনুসরণ করলেন।

19এরপর তিনি কিছুটা দূর গালীল হ্রদের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলে সিবদিয়ের ছেলে যাকোব ও তার ভাই যোহনকে দেখতে পেলেন। তাঁরা তাঁদের নৌকায় বসে জাল ঠিক করছিলেন। 20যীশু তাদের ডাকলেন, তারাও সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বাবা সিবদিয়কে ভাড়াটে মজুরদের সঙ্গে নৌকায় রেখে যীশুর সঙ্গে চললেন।

এক অশুচি আত্মাগ্রস্ত লোকের আরোগ্যলাভ

(লূক 4:31-37)

21এরপর তাঁরা কফরনাহুম শহরে গেলেন। পরদিন শনিবার সকালে অর্থাৎ বিশ্রামবারে তিনি সমাজগৃহে গিয়ে লোকেদের শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। 22যীশুর শিক্ষা শুনে সবাই আশ্চর্য হলেন, কারণ তিনি ব্যবস্থার শিক্ষকের মতো নয় কিন্তু সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির মতোই শিক্ষা দিতেন। 23সেই সমাজগৃহে হঠাৎ অশুচি আত্মায় পাওয়া এক ব্যক্তি চেঁচিয়ে বলল, 24"হে নাসরতীয় যীশু! আপনি আমাদের কাছে কি চান? আপনি কি আমাদের ধ্বংস করতে এসেছেন? আমি জানি আপনি কে, আপনি ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি!"

25কিন্তু যীশু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "চুপ কর! এই লোকটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসো!" 26সঙ্গে সঙ্গে সেই অশুচি আত্মা ঐ লোকটাকে দুমড়ে মুচড়ে প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে লোকটির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল। 27এতে প্রত্যেকে অবাক হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, "এ কি ব্যাপার? এটা কি একটা নতুন শিক্ষা? সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের সঙ্গে তিনি শিক্ষা দেন, এমনকি অশুচি আত্মাদেরও আদেশ করেন এবং তারা তাঁর আদেশ মানে।" 28আর গালীলের সমস্ত অঞ্চলে তাঁর কথা ছড়িয়ে পড়ল।

বাপ্তাইজ গ্রীক শব্দের অর্থ জলে ডোবানো অর্থাৎ স্নান করানো।

যীশু বহুলোককে আরোগ্য করলেন

(মথি 8:14-17; লূক 4:38-41)

29তখন যীশু ও তাঁর শিষ্যরা সমাজ-গৃহ ছেড়ে যাকোব
এবং যোহনকে সঙ্গে নিয়ে সোজা শিমোন এবং
আন্দ্রিয়ের বাড়িতে গেলেন। 30সেখানে শিমোনের শাশুড়ী
জ্বরে শয্যাশায়ী ছিলেন। তারা সঙ্গে সঙ্গে শিমোনের
শাশুড়ীর জ্বরের কথা যীশুকে বললেন। 31যীশু তাঁর
কাছে গেলেন এবং তাঁর হাত ধরে উঠিয়ে বসালেন,
সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল এবং তিনি তাঁদের
সেবা করতে লাগলেন।

32সূর্য অস্ত যাওয়ার পর সন্ধ্যে হলে, লোকেরা অনেক
অসুস্থ ও ভূতে পাওয়া লোককে যীশুর কাছে নিয়ে
এল। 33আর শহরের সমস্ত লোক সেই বাড়ির দরজায়
জমা হল। 34তিনি বহু অসুস্থ রোগীকে নানা প্রকার
রোগ থেকে সুস্থ করলেন, এবং লোকদের মধ্যে থেকে
বহু ভূত তাড়ালেন; কিন্তু তিনি ভূতদের কোন কথা
বলতে দিলেন না, কারণ তারা তাঁকে চিনত।

সুসমাচার প্রচারের জন্য যীশুর প্রস্তুতি

(লূক 4:42-44)

35পরের দিন ভোর হবার আগে, রাত থাকতে থাকতে
তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন, আর নির্জন স্থানে
গিয়ে প্রার্থনায় কাটালেন। 36শিমোন ও তাঁর সঙ্গী যারা
যীশুর সঙ্গে ছিলেন, তাঁকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন।

37পরে যীশুকে দেখতে পেয়ে বললেন, "সবাই
আপনার খোঁজ করছে।"

38কিন্তু তিনি তাদের বললেন, "চল, আমরা অন্য
শহরে যাই; যেন সেখানেও আমি প্রচার করতে পারি,
কারণ সেই জন্যই আমি এসেছি।" 39তাই তিনি সমস্ত
গালীল প্রদেশে বিভিন্ন সমাজ-গৃহে গিয়ে প্রচার করতে
ও ভূত ছাড়াতে লাগলেন।

যীশু এক কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করেন

(মথি 8:1-4; লূক 5:12-16)

40একদিন এক কুষ্ঠরোগী তাঁর কাছে এসে হাঁটু গেড়ে
বিনীতভাবে তাঁর সাহায্য চাইল। সে যীশুকে বলল,
"আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে ভাল করে দিতে পারেন।"

41যীশু তার প্রতি মমতায় পূর্ণ হয়ে হাত বাড়িয়ে
তাকে স্পর্শ করে বললেন, "আমি তা-ই চাই, তুমি
ভাল হয়ে যাও।" 42আর সঙ্গে সঙ্গে তার কুষ্ঠরোগ
তাকে ছেড়ে গেল, এবং সে সুস্থ হল।

43যীশু তাকে তখনই বিদায় দিলেন। 44তিনি তাকে
দৃঢ়ভাবে বললেন, "দেখ, একথা কাউকে বোল না;
কিন্তু যাজকের কাছে নিজেকে দেখাও এবং কুষ্ঠরোগ
থেকে সুস্থ হওয়ার জন্য মোশির বিধান অনুযায়ী ঈশ্বরকে
উপহার দাও, এতে সকলে জানতে পারবে যে তুমি
সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছ।"

45কিন্তু সে বাইরে গিয়ে তার সুস্থ হওয়ার কথা এত
বেশী প্রচার করতে ও চারদিকে বলতে লাগল যে যীশু
আর প্রকাশ্যে কোন শহরে প্রবেশ করতে পারলেন না।
কাজেই তিনি শহরের বাইরে নির্জনে থেকে গেলেন,
আর লোকেরা চারদিক থেকে তাঁর কাছে আসতে লাগল।

এক পঙ্গুর আরোগ্যলাভ

(মথি 9:1-8; লূক 5:17-26)

2 কয়েকদিন পরে তিনি কফরনাহূমে ফিরে এলে এই
খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল যে তিনি বাড়ি ফিরে
এসেছেন। 2এর ফলে এত লোক জড় হল যে সেখানে
তিল ধারণেরও জায়গা রইল না, এমনকি দরজার
বাইরেও এতটুকু জায়গা খালি রইল না। তিনি তাদের
কাছে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করতে লাগলেন। 3সেই সময়
চারজন লোক খাটে করে এক পঙ্গুকে তাঁর কাছে নিয়ে
এল। 4তারা সেই পঙ্গু লোকটিকে যীশুর কাছে নিয়ে
যেতে পারল না, তাই যীশু যেখানে ছিলেন সেখানকার
ছাদের কিছু টালি খুলে ফাঁকা করে, ঠিক তাঁর সামনে
খাটিয়া সমেত সেই পঙ্গু লোকটিকে নামিয়ে দিল।
5তাদের বিশ্বাস দেখে যীশু সেই পঙ্গু লোকটিকে বললেন,
"বাছা, তোমার সব পাপের ক্ষমা হোল।"

6সেখানে কিছু ব্যবস্থার শিক্ষক বসে ছিলেন, তাঁরা
মনে মনে ভাবতে লাগলেন, 7"এ লোকটি এমন কথা
বলছে কেন? এ যে ঈশ্বর নিন্দা করছে; ঈশ্বর ছাড়া
আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারেন?"

8যীশু নিজের আত্মায় ব্যবস্থার শিক্ষকদের মনের
কথা জানতে পেরে তখনই তাদের বললেন, "তোমরা
এসব কথা ভাবছ কেন? 9কোনটা বলা সহজ, 'তোমার
পাপ ক্ষমা করা হোল' অথবা 'ওঠ, তোমার খাটিয়া
নিয়ে চলে যাও।' 10কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার
ক্ষমতা যে মানবপুত্রের আছে এটা আমি তোমাদের
প্রমাণ করে দেব।" তাই তিনি সেই পঙ্গু লোকটিকে
বললেন, 11"আমি তোমায় বলছি ওঠ; তোমার খাটিয়াটি
তুলে নিয়ে তোমার ঘরে চলে যাও।" 12সে উঠে দাঁড়াল,
এবং সঙ্গে সঙ্গে তার খাটিয়াটি তুলে নিয়ে সকলের
সামনে দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল। এতে সকলে আশ্চর্য
হয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করে বলল, "এর আগে আমরা
এমন কখনও দেখিনি!"

13এরপর তিনি আবার হ্রদের ধারে ফিরে গেলে,
সমস্ত লোক তাঁর কাছে এল; আর তিনি তাদের শিক্ষা
দিতে লাগলেন। 14পরে তিনি পথে যেতে যেতে দেখলেন,
এক কর-আদায়কারী, আল্‌ফেয়ের ছেলে লেবি কর-
আদায়ের ঘরে বসে আছেন। তিনি তাকে বললেন,
"এস, আমার সাথে চল।" তা শুনে লেবি উঠে পড়লেন
এবং যীশুর সঙ্গে গেলেন।

15পরে তিনি লেবির বাড়িতে এসে খেতে বসলেন;
আর অনেক কর-আদায়কারী এবং মন্দ লোক যীশুর ও
তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে খেতে বসল, কারণ তাদের মধ্যে
অনেকেই তাঁর অনুগামী ছিল। 16কিন্তু ফরীশী দলের
ব্যবস্থার শিক্ষকরা যীশুকে কর-আদায়কারী ও মন্দ
লোকদের সঙ্গে খেতে দেখে তাঁর শিষ্যদের বললেন,
"যীশু কর-আদায়কারী ও মন্দ লোকদের সঙ্গে খেতে
বসেন কেন?"

17এই কথা শুনে যীশু তাদের বললেন, "সুস্থ লোকের
চিকিৎসকের প্রয়োজন নেই, কিন্তু রোগীদের জন্যই
চিকিৎসকের প্রয়োজন। আমি ধার্মিকদের নয়, কিন্তু
পাপীদের ডাকতে এসেছি।"

যীশু অন্য ধর্মীয় নেতাদের থেকে আলাদা ছিলেন

(মথি 9:14-17; লূক 5:33-39)

18সেই সময় যোহনের* শিষ্যরা এবং ফরীশীরা
উপোস করছিলেন; তাই কিছু লোক যীশুর কাছে এসে
তাঁকে বলল, "যোহনের এবং ফরীশীদের শিষ্যরা উপোস
করে; কিন্তু আপনার শিষ্যরা উপোস করে না কেন?"

19যীশু তাদের বললেন, "বর সঙ্গে থাকতে কি বিয়ে
বাড়ির অতিথিরা উপোস করতে পারে? যেহেতু বর
তাদের সঙ্গে আছে তাই তারা উপোস করে না। 20কিন্তু
এমন সময় আসবে যখন বরকে তাদের কাছ থেকে
নিয়ে যাওয়া হবে; আর সেই দিন তারা উপোস করবে।

21"পুরানো কাপড়ে কেউ নতুন কাপড়ের টুকরো
দিয়ে তালি দেয় না; তালি দিলে সেই নতুন কাপড়টি
পুরানো কাপড় থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে আর ছেঁড়া
জায়গাটি আরও বড় হয়ে যায়। 22পুরানো চামড়ার থলিতে
কেউ নতুন দ্রাক্ষারস ঢালে না, ঢাললে থলি ফেটে যায়,
তাতে দ্রাক্ষারস এবং চামড়ার থলি দুটোই নষ্ট হয়ে
যায়। নতুন দ্রাক্ষারসের জন্য নতুন থলিরই প্রয়োজন।"

কিছু ইহুদী যীশুর সমালোচনা করলেন

(মথি 12:1-8; লূক 6:1-5)

23কোন এক বিশ্রামবারে যীশু শস্য ক্ষেত্রের মধ্য
দিয়ে যাচ্ছিলেন; আর তাঁর শিষ্যেরা যেতে যেতে শস্যের
শীষ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিলেন। 24এতে ফরীশীরা তাঁকে
বলল, "দেখ, বিশ্রামবারে তোমার শিষ্যেরা এমন কাজ
কেন করছে, যা করা উচিত নয়?"

25তিনি তাদের বললেন, "দায়ূদ ও তাঁর সঙ্গীরা
খাবারের অভাবে ক্ষুধার্ত হয়ে কি করেছিলেন তোমরা
কি পড় নি? 26অবিয়াথর যখন প্রধান যাজক ছিলেন
সেই সময় দায়ূদ কেমন করে ঈশ্বরের গৃহে গিয়ে যে
রুটি যাজক ছাড়া অন্য আর কারো খাওয়া বিধিসম্মত
ছিল না, তা নিজে খেয়েছিলেন ও তাঁর সঙ্গীদের
খাইয়েছিলেন?"

27যীশু তাদের আরো বললেন, "মানুষের জন্যই
বিশ্রামবারের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু বিশ্রামবারের জন্য মানুষ
সৃষ্ট হয় নি। 28তাই মানবপুত্র* বিশ্রামবারেরও প্রভু।"

এক পঙ্গু লোকের আরোগ্যলাভ

(মথি 12:9-14; লূক 6:6-11)

3 আবার তিনি সমাজগৃহে গেলেন। সেখানে একটা
লোক ছিল, যার একটা হাত পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল।
2তিনি লোকটিকে সুস্থ করেন কি না, তা দেখার জন্য
কিছু লোক তাঁর দিকে নজর রাখল, যাতে তাঁর দোষ
ধরতে পারে। 3যীশু সেই লোকটিকে, যার হাত পঙ্গু
হয়ে গেছে তাকে বললেন, "সকলের সামনে এসে
দাঁড়াও।"

4পরে তিনি তাদের বললেন, "বিশ্রামবারে লোকের
উপকার করা, না ক্ষতি করা, কোন্‌টি বিধিসম্মত? জীবন
রক্ষা করা, না জীবন নষ্ট করা, কোন্‌টি বিধিসম্মত?"
কিন্তু তারা চুপ করে থাকল।

5তখন তিনি ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাদের চারদিকে তাকালেন
এবং তাদের কঠিন মনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে সেই
লোকটিকে বললেন, "তোমার হাত বাড়াও।" সে তার
হাত বাড়িয়ে দিলে তার হাত ভাল হয়ে গেল। 6ফরীশীরা
বেরিয়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হেরোদীয়দের সাথে যীশুর
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগল, যে কেমন করে তাঁকে
হত্যা করতে পারে।

বহু মানুষ যীশুর অনুগামী হলেন

7যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে গালীল হ্রদের দিকে
গেলেন। গালীল, যিহূদিয়া, জেরুশালেম, ইদোম এমন
কি যর্দন নদীর অপর পারে সোর ও সীদোনের থেকে
বহুলোক তাঁদের পিছনে পিছনে এল। 8তিনি যে সমস্ত
অলৌকিক কাজ করেছিলেন তা শুনে এই বিশাল জনতা
তাঁর কাছে এসেছিল। 9যাতে ভীড়ের চাপ তাঁর উপরে
না পড়ে, তাই তিনি শিষ্যদের তাঁর জন্য একটা ছোট
নৌকা প্রস্তুত রাখতে বললেন। 10তিনি বহুলোককে সুস্থ
করেছিলেন, তাই সমস্ত রোগী তাঁকে স্পর্শ করার জন্য
ঠেলাঠেলি করছিল। 11অশুচি আত্মায় পাওয়া রোগীরা
তাঁকে দেখতে পেলেই তাঁর পায়ের সামনে পড়ে চেঁচিয়ে
বলত, "আপনি ঈশ্বরের পুত্র।" 12কিন্তু তিনি তাদের
কঠোরভাবে তিরস্কার করতেন যাতে তারা তাঁর পরিচয়
না দেয়।

যীশু বারোজন প্রেরিতকে মনোনীত করলেন

(মথি 10:1-4; লূক 6:12-16)

13তারপর তিনি পাহাড়ের উপরে উঠে নিজের
ইচ্ছামতো কিছু লোককে কাছে ডাকলে তাঁরা তাঁর কাছে
এলেন। 14আর তিনি বারোজনকে প্রেরিত পদে নিয়োগ
করলেন যেন তাঁরা তাঁর সাথে সাথে থাকে, এবং বাক্য
প্রচারের জন্য যেন তিনি তাঁদের পাঠাতে পারেন।
15তাঁদের তিনি ভূত ছাড়াবার ক্ষমতাও দিলেন। 16তিনি
যে বারোজনকে মনোনীত করেন তাঁদের নাম– শিমোন
যাকে তিনি নাম দিলেন পিতর; 17যাকোব, যিনি
সিবদিয়ের ছেলে এবং যাকোবের ভাই যোহন; যাদের
তিনি নাম দিয়েছিলেন বোনেরগশ যার অর্থ "মেঘধ্বনির
পুত্র"; 18আন্দ্রিয়, ফিলিপ, বর্থলময়, মথি, থোমা,
আল্‌ফেয়ের ছেলে যাকোব, থদ্দেয়, দেশ-ভক্ত* দলের
শিমোন 19এবং যিহূদা ঈষ্করিয়োতীয়, যে যীশুকে শত্রুর
হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল।

যোহন বাপ্তিস্মদাতা যোহন যিনি যীশুর আগমনের বিষয়ে ইহুদীদের কাছে প্রচার করেছিলেন। মার্ক 1:4-8

মানবপুত্র যীশু, দানিয়েল 7:13-14 খ্রীষ্টের আরেক নাম, যাকে ঈশ্বর তার লোকেদের উদ্ধার করার জন্য মনোনীত করেছিলেন।

দেশ-ভক্ত দেশ-ভক্তেরা ছিল ইহুদীদের একটি রাজনৈতিক দল।

কেউ কেউ বলল যীশুর মধ্যে দিয়াবল আছে

(মথি 12: 22-32; লূক 11:14-23; 12:10)

20তিনি ঘরে ফিরে এলে সেখানে আবার এত লোকের
ভীড় হল, যে তাঁরা খেতেও সময় পেলেন না। 21যীশুর
বাড়ির লোকেরা এইসব বিষয় জানতে পেরে তাঁকে
বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য এলেন, কারণ লোকেরা বলছিল
যে সে পাগল হয়ে গেছে।

22জেরুশালেম থেকে যে ব্যবস্থার শিক্ষকরা
এসেছিলেন তাঁরা বললেন, "যীশুকে বেল্‌সবূবে পেয়েছে,
ভূতদের রাজার সাহায্যে যীশু ভূত ছাড়ায়।"

23তখন তিনি তাদেরকে কাছে ডেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে
বলতে শুরু করলেন, "কেমন করে শয়তান নিজে
শয়তানকে ছাড়াতে পারে? 24কোন রাজ্য যদি নিজের
বিপক্ষে নিজে ভাগ হয়ে যায়, তবে সেই রাজ্য টিকতে
পারে না। 25আবার কোন পরিবারে যদি পারিবারিক
কলহ শুরু হয়, তবে সেই পরিবার এক থাকতে পারে
না। 26আবার শয়তান যদি নিজের বিরুদ্ধেই নিজে দাঁড়ায়,
তবে সেও টিকতে পারে না, তার শেষ হবেই। 27কেউই
একজন শক্তিশালী মানুষের বাড়িতে ঢুকে তার দ্রব্য
লুঠ করতে পারে না, যদি না সে সেই শক্তিশালী
লোকটিকে আগে বাঁধে। আর বাঁধার পরই সে তার ঘর
লুঠ করতে পারবে। 28আমি তোমাদের সত্যি বলছি,
মানুষ যে সমস্ত পাপ এবং ঈশ্বরের নিন্দা করে সেই
সমস্ত পাপের ক্ষমা হতে পারে; 29কিন্তু যদি কেউ
পবিত্র আত্মার নিন্দা করে তবে তার ক্ষমা নেই, তার
পাপ চিরস্থায়ী।"

30তিনি এইসব কথা ব্যবস্থার শিক্ষকদের বললেন
কারণ তারা বলেছিল, তাঁকে অশুচি আত্মায় পেয়েছে।

যীশুর অনুগামীরাই তাঁর যথার্থ পরিবার

(মথি 12:46-50; লূক 8:19-21)

31সেই সময় তাঁর মা ও ভাইয়েরা তাঁর কাছে এলেন
এবং বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁরা যীশুকে লোক মারফৎ ডেকে
পাঠালেন। 32তখন তাঁর চারদিকে ভীড় করে যে লোকেরা
বসেছিল, তারা তাঁকে বলল, "দেখুন, আপনার মা,
ভাই ও বোনেরা আপনার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছেন।"

33তার উত্তরে তিনি তাদের বললেন, "কে আমার
মা? আমার ভাইয়েরা বা কারা?" 34যারা তাঁকে ঘিরে
বসেছিল তাদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "এরাই
আমার মা ও ভাই! 35যে কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন
করে, সেই আমার মা, ভাই ও বোন।"

একজন চাষীর বীজ বোনার কাহিনী

(মথি 13:1-9; লূক 8:4-8)

4 পরে আবার তিনি হ্রদের ধারে লোকদের কাছে
শিক্ষা দিতে লাগলেন। তাতে এত লোক তাঁর কাছে
জড় হোল যে, তিনি একটা নৌকায় উঠে বসলেন আর
হ্রদের পাড়ে সমস্ত লোকেরা এসে ভীড় করল। 2তখন
দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে শিক্ষা দিতে
লাগলেন, বললেন, 3"শোন! এক চাষী বীজ বুনতে
গেল। 4বোনার সময় কতকগুলো বীজ পথের পাশে
পড়ল, তাতে পাখিরা এসে তা খেয়ে ফেলল। 5আবার
কতকগুলো বীজ পাথুরে জমিতে পড়ল, সেখানে বেশী
মাটি ছিল না। বেশী মাটি না থাকাতে খুব তাড়াতাড়ি
বীজ থেকে অঙ্কুর বের হল; 6কিন্তু সূর্য ওঠার সাথে
সাথে অঙ্কুরগুলো শুকিয়ে গেল, কারণ এর শেকড় গভীরে
ছিল না। 7কতকগুলো বীজ কাঁটাবনের মধ্যে গিয়ে পড়ল,
কাঁটাবন বেড়ে গিয়ে চারাগাছগুলোকে বাড়তে দিল না,
ফলে সে গাছে কোন ফল হল না। 8কতকগুলো বীজ
ভাল জমিতে পড়ল, এবং তার থেকে অঙ্কুর বের হল,
আর তা বেড়ে ফল দিল। যা বোনা হয়েছিল তার ত্রিশ
গুণ, ষাট গুণ ও একশো গুণ ফল দিল।"

9তিনি তাদের বললেন, "যার শোনার মত কান আছে
সে শুনুক।"

যীশু কেন দৃষ্টান্তমূলক কাহিনীর ব্যবহার করতেন

(মথি 13:10-17; লূক 8:9-10)

10পরে যখন তিনি একা ছিলেন, তাঁর শিষ্যেরা সেই
বারোজন প্রেরিতের সাথে তাঁকে তাঁর দৃষ্টান্তের অর্থ
জিজ্ঞাসা করলেন।

11তখন তিনি তাঁদের বললেন, "ঈশ্বরের রাজ্যের
নিগূঢ়তত্ত্ব তোমাদের বলা হয়েছে; কিন্তু যারা ঈশ্বরের
রাজ্যের বাইরের লোক তাদের কাছে সব কিছুই দৃষ্টান্তের
মাধ্যমে বলা হচ্ছে। 12যাতে,

'তারা দেখবে কিন্তু উপলব্ধি করতে পারবে না।
তারা শুনবে অথচ বুঝবে না, পাছে তারা ফিরে আসে
ও তাদের ক্ষমা করা যায়।"' *যিশাইয় 6:9-10*

যীশু বীজ বোনার দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা করলেন

(মথি 13:18-23; লূক 8:11-15)

13তিনি তাদের বললেন, "তোমরা কি এই দৃষ্টান্তের
অর্থ বুঝতে পার না? তবে কেমন করে অন্য সব দৃষ্টান্ত
বুঝবে? 14সেই চাষী হোল সেই লোক, যে ঈশ্বরের শিক্ষা
মানুষের কাছে নিয়ে যায়। 15কিছু লোক সেই পথের
পাশে পড়া বীজের মত, যাদের মধ্যে ঈশ্বরের শিক্ষা
বোনা যায়; আর তারা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শয়তান
এসে তাদের মন থেকে যে শিক্ষা বোনা হয়েছিল তা
নিয়ে যায়। 16কিছু লোক সেই পাথুরে জমিতে পড়া
বীজের মত, যারা শিক্ষা শোনার সাথে সাথে তা আনন্দে
গ্রহণ করে; 17কিন্তু তাদের হৃদয়ের গভীরে মূল যায়
না, তারা অল্প সময় স্থির থাকে। সেই শিক্ষা গ্রহণের
জন্য যেই তাদের উপর কষ্ট অথবা তাড়না আসে,
অমনি তারা সেই পথ ছেড়ে দেয়। 18কিছু লোক সেই
কাঁটাঝোপে বোনা বীজের মত যারা শিক্ষা শোনে; 19কিন্তু
সংসারের চিন্তা, অর্থের মায়া ও অন্যান্য বিষয়ের
অভিলাষ মনের ভেতর গিয়ে ঐ বাক্য চেপে রাখে,
আর তাই তাতে কোন ফল হয় না। 20আর কিছু লোক
সেই উর্বর জমিতে পড়া বীজের মত, যারা সেই বাক্য
সকল শুনে গ্রহণ করে এবং কেউ ত্রিশ গুণ, কেউ ষাট
গুণ ও কেউ শত গুণ ফল উৎপন্ন করে।"

তোমাদের যা আছে তা অবশ্যই ব্যবহার কোর

(লূক 8:16-18)

21তিনি তাদেরকে আরো বললেন, "প্রদীপ জ্বেলে
কি কেউ ধামা চাপা দিয়ে বা খাটের নীচে রাখে?
বাতিদানের উপরে রাখবার জন্য কি তা জ্বালে না?
22কারণ এমন গোপন কিছুই নেই যা প্রকাশ করা যাবে
না, এমন লুকনো কিছু নেই যা প্রকাশ হবে না। 23যদি
তোমাদের কান থাকে তবে শোন!

24"তারপর তিনি তাদের বললেন, তোমরা যা শুনছ
সেই বিষয়ে মনোযোগ দাও। যে দাড়িপাল্লায় তুমি মাপবে
সেই দাড়িপাল্লায় তোমাদের জন্যও মেপে দেওয়া হবে,
এমনকি আরো বেশী দেওয়া হবে। 25কারণ যার আছে
তাকে আরো দেওয়া হবে; আর যার নেই, তার যা
আছে তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে।"

যীশু বীজের দৃষ্টান্তমূলক কাহিনী ব্যবহার করলেন

26তিনি আরো বললেন, "ঈশ্বরের রাজ্য এইরকম,
একজন লোক জমিতে বীজ ছড়াল। 27পরে সে দিন
রাত ঘুমিয়ে জেগে উঠল; ইতিমধ্যে ঐ বীজ থেকে
অঙ্কুর হল ও বাড়তে লাগল; কেমন করে বাড়ছে সে
তা জানল না। 28জমিতে নিজে থেকে চারা গাছ বড়
হতে লাগল। প্রথমে অঙ্কুর, তারপর শীষ এবং শীষের
মধ্যে সম্পূর্ণ শস্য দানা হল। 29সেই ফসল পাকলে
পরে সে সাথে সাথে কাস্তে লাগাল কারণ ফসল কাটার
সময় হয়েছে।"

ঈশ্বরের রাজ্য সরষে দানার মতো

(মথি 13:31-32; 34-35; লূক 13:18-19)

30যীশু বললেন, "আমরা কিসের সাথে ঈশ্বরের
রাজ্যের তুলনা করব? কোন দৃষ্টান্তের সাহায্যেই বা তা
বোঝাব? 31এটা হল সরষে দানার মতো, সেই বীজ
মাটিতে বোনার সময় মাটির সমস্ত বীজের মধ্যে সবচেয়ে
ছোট; 32কিন্তু রোপণ করা হলে তা বাড়তে বাড়তে
সমস্ত চারাগাছের থেকে বড় হয়ে ওঠে এবং তাতে লম্বা
লম্বা ডালপালা গজায় যাতে পাখিরা তার ছায়ার নীচে
বাসা বাঁধতে পারে।"

33এইরকম আরও অনেক দৃষ্টান্তের সাহায্যে তিনি
তাদের কাছে শিক্ষা দিতেন; তিনি তাদের বোঝবার
ক্ষমতা অনুসারে শিক্ষা দিতেন, 34দৃষ্টান্ত ছাড়া তাদের
কিছুই বলতেন না। কিন্তু শিষ্যদের সঙ্গে একা থাকার
সময়, তিনি তাদের সমস্ত কিছু বুঝিয়ে বলতেন।

যীশু ঝড় থামালেন

(মথি 8:23-27; লূক 8:22-25)

35ঐদিন সন্ধ্যে হলে তিনি শিষ্যদের বললেন, "চল,
আমরা হ্রদের ওপারে যাই।" 36তখন তারা লোকেদের
বিদায় দিয়ে, তিনি নৌকায় যে অবস্থায় বসেছিলেন,
তেমনিভাবেই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, সেখানে আরও
নৌকা তাদের সঙ্গে ছিল। 37দেখতে দেখতে প্রচণ্ড ঝড়
উঠল, এবং ঢেউগুলো নৌকায় এমন আছড়ে পড়তে
লাগল যে নৌকা জলে ভরে উঠতে লাগল। 38সেই
সময় যীশু নৌকার পিছন দিকে বালিশে মাথা দিয়ে
ঘুমোচ্ছিলেন। তারা তাঁকে জাগিয়ে বললেন, "গুরু,
আপনার কি চিন্তা হচ্ছে না যে, আমরা সকলে ডুবতে
বসেছি?"

39তখন তিনি জেগে উঠে ঝড়কে ধমক দিলেন ও
সমুদ্রকে বললেন, "থাম! শান্ত হও!" সঙ্গে সঙ্গে ঝড়
থেমে গেল, আর সবকিছু শান্ত হোল।

40তখন তিনি তাদের বললেন, "তোমরা এত ভীতু
কেন? তোমাদের কি এখনও বিশ্বাস হয় নি?"

41কিন্তু শিষ্যরা আরও ভয় পেয়ে পরস্পরের মধ্যে
বলাবলি করতে লাগলেন, "ইনি তবে কে? এমন কি
ঝড় এবং সমুদ্রও এঁর কথা শোনে!"

যীশু একজন অশুচি আত্মায় পাওয়া লোককে সুস্থ করলেন

(মথি 8:28-34; লূক 8:26-39)

5 এরপর যীশু এবং তাঁর শিষ্যরা হ্রদের ওপারে
গেরাসেনীদের দেশে এলেন। 2তিনি নৌকা থেকে
নামার সাথে সাথে একটি লোক কবরস্থান থেকে তাঁর
সামনে এল, তাকে অশুচি আত্মায় পেয়েছিল। 3সে
কবরস্থানে বাস করত, কেউ তাকে শেকল দিয়েও বেঁধে
রাখতে পারত না। 4লোকে বারবার তাকে বেড়ী ও
শেকল দিয়ে বাঁধত; কিন্তু সে শেকল ছিঁড়ে ফেলত
এবং বেড়ী ভেঙ্গে টুকরো করত, কেউ তাকে বশ করতে
পারত না। 5সে রাত দিন সব সময় কবরখানা ও পাহাড়ি
জায়গায় থাকত এবং চিৎকার করে লোকদের ভয় দেখাত
এবং ধারালো পাথর দিয়ে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করত।

6সে দূর থেকে যীশুকে দেখে ছুটে এসে প্রণাম
করল। 7-8আর খুব জোরে চেঁচিয়ে বলল, "হে ঈশ্বরের
সবচেয়ে মহান পুত্র যীশু, আপনি আমায় নিয়ে কি
করতে চান? আমি আপনাকে ঈশ্বরের দিব্যি দিচ্ছি,
আমাকে যন্ত্রণা দেবেন না!" কারণ তিনি তাকে
বলেছিলেন, "ওহে অশুচি আত্মা, এই লোকটি থেকে
বেরিয়ে যাও।"

9তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি?"

সে তাঁকে বলল, "আমার নাম বাহিনী, কারণ আমরা
অনেকগুলো আছি।" 10তখন সে যীশুর কাছে মিনতি
করতে লাগল, যেন তিনি তাদেরকে সেই অঞ্চল থেকে
তাড়িয়ে না দেন।

11সেখানে পর্বতের পাশে একদল শুয়োর চরছিল,
12আর তারা (অশুচি আত্মারা) যীশুকে অনুনয় করে
বলল, "আমাদের ওই শুয়োরের পালের মধ্যে ঢুকতে
হুকুম দিন।" 13তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলে সেই
অশুচি আত্মারা বের হয়ে শুয়োরদের মধ্যে ঢুকে পড়ল।
তাতে সেই শুয়োরের পাল, কমবেশী দু'হাজার শুয়োর,
দৌড়ে ঢালু পাড় দিয়ে হ্রদে গিয়ে পড়ল এবং ডুবে
মরল।

14তখন যারা শুয়োরগুলোকে চরাচ্ছিল তারা পালিয়ে
গেল, এবং শহরে ও খামার বাড়িগুলিতে গিয়ে খবর

দিল। তখন কি হয়েছে তা দেখার জন্য লোকেরা এল।
15তারা যীশুর কাছে এসে দেখল, সেই অশুচি আত্মায়
পাওয়া লোকটি, যাকে ভূতে পেয়েছিল, সে কাপড়
পরে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় বসে আছে। তাতে তারা ভয়
পেল, 16আর যারা ঐ অশুচি আত্মায় পাওয়া লোকটির
ও শুয়োরের পালের ঘটনা দেখেছিল তারা সমস্ত ঘটনা
যা ঘটেছিল তা বলল। 17তখন তারা যীশুকে অনুনয়
করে তাদের অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে বলল।

18পরে তিনি নৌকায় উঠছেন, এমন সময় যে
লোকটিকে ভূতে পেয়েছিল, সে তাঁকে অনুনয় করে
বলল, যেন সে তাঁর সঙ্গে থাকতে পারে।

19কিন্তু যীশু তাকে অনুমতি দিলেন না, বরং বললেন,
"তুমি তোমার পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে ফিরে
যাও আর ঈশ্বর তোমার জন্য যা যা করেছেন ও তোমার
প্রতি যে দয়া দেখিয়েছেন তা তাদের বুঝিয়ে বল।"
20তখন সে চলে গেল এবং প্রভু তার জন্য যা যা
করেছেন, তা দিকাপলি অঞ্চলে প্রচার করতে লাগল,
তাতে সকলে অবাক হয়ে গেল।

মৃত বালিকার জীবন লাভ ও অসুস্থ স্ত্রীলোকের আরোগ্য লাভ

(মথি 9:18-26; লূক 8:40-56)

21পরে যীশু নৌকায় আবার হ্রদ পার হয়ে অন্য
পাড়ে এলে অনেক লোক তাঁর কাছে ভীড় করল। তিনি
হ্রদের তীরেই ছিলেন; 22আর সমাজগৃহের নেতাদের
মধ্যে যায়ীর নামে এক ব্যক্তি এসে তাঁকে দেখে তাঁর
পায়ে পড়লেন 23এবং অনেক অনুনয় করে তাঁকে বললেন,
"আমার মেয়ে মর মর, আপনি এসে মেয়েটির উপর
হাত রাখুন যাতে সে সুস্থ হয় ও বাঁচে।"

24তখন তিনি তার সঙ্গে গেলেন। বহুলোক তাঁর
পেছন পেছন চলল; আর তাঁর চারদিকে ধাক্কা-ধাক্কি
করতে লাগল।

25একটি স্ত্রীলোক বারো বছর ধরে রক্তস্রাব রোগে
ভুগছিল। 26অনেক চিকিৎসকের সাহায্য নিয়ে এবং সর্বস্ব
ব্যয় করেও এতটুকু ভাল না হয়ে বরং আরো অসুস্থ
হয়ে পড়েছিল। 27সে যীশুর বিষয় শুনে ভীড়ের মধ্যে
তাঁর পিছন দিকে এসে তাঁর পোশাক স্পর্শ করল। 28সে
মনে মনে ভেবেছিল, "যদি কেবল তাঁর পোশাক ছুঁতে
পারি, তবেই আমি সুস্থ হব।" 29আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর
রক্তস্রাব বন্ধ হোল এবং সে তার শরীরে অনুভব করল
যে সেই রোগ থেকে সুস্থ হয়েছে। 30যীশু সঙ্গে সঙ্গে
বুঝতে পারলেন যে তাঁর মধ্য থেকে শক্তি বের হয়েছে।
তাই ভীড়ের মধ্যে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "কে আমার
পোশাক স্পর্শ করেছে?"

31তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, "আপনি দেখছেন,
লোকেরা আপনার ওপরে ধাক্কা-ধাক্কি করে পড়ছে, তবু
বলছেন, 'কে আমাকে স্পর্শ করল?"'

32কিন্তু যে এই কাজ করেছে, তাকে দেখবার জন্য
তিনি চারদিকে দেখতে লাগলেন। 33তখন সেই স্ত্রীলোকটি
ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তার প্রতি কি করা হয়েছে তা
জানাতে তাঁর পায়ে পড়ল এবং সমস্ত সত্যি কথা
তাঁকে বলল। 34তখন যীশু তাকে বললেন, "তোমার
বিশ্বাস তোমাকে ভাল করেছে, শান্তিতে চলে যাও ও
তোমার রোগ থেকে সুস্থ থাক।"

35তিনি এই কথা বলছেন, সেইসময় সমাজগৃহের
নেতা যায়ীরের বাড়ি থেকে লোক এসে বলল, "আপনার
মেয়ে মারা গেছে, গুরুকে আর কষ্ট দেবার কোন কারণ
নেই।"

36কিন্তু যীশু তাদের কথায় কান না দিয়ে যায়ীরকে
বললেন, "ভয় কোর না, কেবল বিশ্বাস করো।"

37আর তিনি পিতর, যাকোব ও যাকোবের ভাই
যোহনকে ছাড়া আর কাউকে নিজের সঙ্গে যেতে দিলেন
না। 38পরে তাঁরা সমাজগৃহের নেতার বাড়িতে এসে
দেখলেন সেখানে গোলমাল হচ্ছে, কেউ কেউ শোকে
চিৎকার করে কাঁদছে ও বিলাপ করছে। 39তিনি ভিতরে
গিয়ে তাদের বললেন, "তোমরা গোলমাল করছ ও
কাঁদছ কেন? মেয়েটি তো মরে নি, সে ঘুমিয়ে আছে।"
40এতে তারা তাঁকে উপহাস করল। কিন্তু তিনি সকলকে
বার করে দিয়ে, মেয়েটির বাবা, মা ও নিজের শিষ্যদের
নিয়ে যেখানে মেয়েটি ছিল সেখানে গেলেন। 41আর
মেয়েটির হাত ধরে বললেন, "টালিথা কুমী!" যার অর্থ
"খুকুমণি, আমি তোমাকে বলছি ওঠ!" 42মেয়েটি সঙ্গে
সঙ্গে উঠে হেঁটে বেড়াতে লাগল। তার বয়স তখন
বারো বছর ছিল। তাই দেখে তারা সকলে খুব আশ্চর্য
হয়ে গেল। 43পরে তিনি তাদের এই দৃঢ় আদেশ দিলেন
যাতে কেউ এটা জানতে না পারে; আর মেয়েটিকে
কিছু খেতে দিতে বললেন।

যীশু নিজের শহরে গেলেন

(মথি 13:53-58; লূক 4:16-30)

6পরে যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে সেখান থেকে নিজের
শহরে চলে এলেন। 2এরপর তিনি বিশ্রামবারে
সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিতে লাগলেন; আর সমস্ত লোক
তাঁর শিক্ষা শুনে আশ্চর্য হল। তারা বলল, "এ কোথা
থেকে এ সমস্ত বিজ্ঞতা অর্জন করল? এ কি করে এমন
বিজ্ঞতার সঙ্গে কথা বলে? কি করেই বা এই সব
অলৌকিক কাজ করে? 3এ তো সেই ছুতোর মিস্ত্রি,
এবং মরিয়মের ছেলে; যাকোব, যোসি, যিহূদা ও
শিমোনের ভাই; তাই নয় কি? আর এর বোনেরা কি
আমাদের মধ্যে নেই?" এইসব চিন্তা তাদের মাথায়
আসায় তারা তাঁকে গ্রহণ করতে পারল না।

4তখন যীশু তাদের বললেন, "নিজের শহর ও নিজের
আত্মীয় স্বজন এবং পরিজনদের মধ্যে ভাববাদী
সম্মানিত হন না।" 5তিনি সেখানে কোন অলৌকিক
কাজ করতে পারলেন না; শুধু কয়েকজন রোগীর উপর
হাত রেখে তাদের সুস্থ করলেন। 6তারা যে তাঁর ওপর
বিশ্বাস করল না, এতে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এর
পরে তিনি চারদিকে গ্রামে গ্রামে ঘুরে শিক্ষা দিলেন।
7পরে তিনি সেই বারোজনকে ডেকে দু'জন দু'জন করে
তাঁদের পাঠাতে শুরু করলেন, এবং তাঁদের অশুচি

আত্মার উপরে ক্ষমতা দান করলেন। 8তিনি তাঁদের আদেশ দিলেন যেন তাঁরা পথে চলবার জন্য একটা লাঠি ছাড়া আর কিছু সঙ্গে না নেয় এবং রুটি, থলে এমনকি কোমরবন্ধনীতে কোন টাকাপয়সা নিতেও বারণ করলেন। 9তবে বললেন, পায়ে জুতো পরবে কিন্তু কোন বাড়তি জামা নেবে না। 10তিনি আরও বললেন, তোমরা যে কোন শহরে যে বাড়িতে ঢুকবে, সেই শহর না ছাড়া পর্যন্ত সেই বাড়িতে থেকো। 11যদি কোন শহরের লোকে তোমাদের গ্রহণ না করে বা তোমাদের কথা না শোনে তবে সেখান থেকে চলে যাবার সময় তাদের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যের জন্য নিজের নিজের পায়ের ধূলো সেখানে ঝেড়ে ফেলো।

12পরে তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়লেন, প্রচার করতে আরম্ভ করলেন এবং লোকদের মনফিরাতে বললেন। 13তাঁরা অনেক ভূত ছাড়ালেন ও অনেক লোককে তেল মাখিয়ে সুস্থ করলেন।

হেরোদ ভাবলেন যীশুই যোহন

(মথি 14:1-12; লূক 9:7-9)

14যীশুর সুনাম চারদিকে এমন ছড়িয়ে পড়েছিল, যে রাজা হেরোদও* সে কথা শুনতে পেলেন। কিছু লোক বলল, "বাপ্তিস্মদাতা যোহন বেঁচে উঠেছেন, আর সেইজন্যই তিনি এইসব অলৌকিক কাজ করছেন।"

15কিন্তু কেউ কেউ বলল, "তিনি এলিয়।"*

আবার কেউ কেউ বলল, "তিনি প্রাচীনকালের কোন ভাববাদীর মতোই একালের একজন ভাববাদী।"

16কিন্তু হেরোদ তাঁর কথা শুনে বললেন, "উনি সেই যোহন, যাঁর মাথা কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলাম; তিনিই আবার বেঁচে উঠেছেন।"

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মৃত্যু

17হেরোদ নিজের ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়াকে বিয়ে করেছিলেন, সেই জন্য নিজের লোক পাঠিয়ে যোহনকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে রেখেছিলেন। 18কারণ যোহন হেরোদকে বলেছিলেন, "ভাইয়ের স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখা ঠিক নয়।" 19হেরোদিয়া রাগে যোহনকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু পারে নি। 20কারণ হেরোদ যোহনকে ধার্মিক এবং পবিত্র লোক জেনে ভয় করতেন, সেইজন্যে তিনি তাঁকে রক্ষা করতেন। তাঁর কথা শুনে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হতেন তবুও তাঁর কথা শুনতে ভালবাসতেন।

21শেষ পর্যন্ত হেরোদিয়া যা চেয়েছিলেন সেই সুযোগ এসে গেল। হেরোদ তাঁর জন্মদিনে প্রাসাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ ও গালীলের গণ্যমান্য নাগরিকদের জন্য নৈশভোজের আয়োজন করলেন; 22আর হেরোদিয়ার মেয়ে এসে রাজা ও নিমন্ত্রিত অতিথিদের নাচ দেখিয়ে মুগ্ধ করল।

রাজা সেই মেয়েকে বললেন, "আমাকে বল তুমি কি চাও? তুমি যা চাইবে তা-ই দেব।" 23তিনি শপথ করে আরো বললেন, "আমার কাছে যা চাইবে আমি তাই দেব, এমনকি অর্ধেক রাজ্যও দেব।"

24তাতে সে বেরিয়ে গিয়ে তার মাকে জিজ্ঞাসা করল, "আমি কি চাইব?"

সে বলল, "বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাথা।"

25মেয়েটি তাড়াতাড়ি রাজার কাছে ফিরে গেল এবং বলল, "আমার ইচ্ছা যে, আপনি বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাথাটি এনে এখনই থালায় করে আমাকে দিন।"

26তাতে রাজা হেরোদ দুঃখ পেলেন; কিন্তু নিজের শপথের জন্য এবং ভোজসভার অতিথিদের জন্য তিনি মেয়েকে ফেরাতে চাইলেন না। 27তাই রাজা সঙ্গে সঙ্গে একজন সেনাকে যোহনের মাথা কেটে নিয়ে আসতে পাঠালেন। সে কারাগারে গিয়ে তাঁর শিরশ্ছেদ করল, 28এবং থালায় করে মাথাটি নিয়ে মেয়েটিকে দিল, মেয়েটি তা তার মাকে দিল। 29এই সংবাদ শুনে যোহনের শিষ্যরা এসে, তাঁর দেহটিকে নিয়ে গিয়ে কবর দিলেন।

যীশু পাঁচ হাজারের বেশী লোককে খাওয়ালেন

(মথি 14:13-21; লূক 9:10-17; যোহন 6:1-14)

30এরপর যে প্রেরিতদের যীশু প্রচার করতে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা যীশুর কাছে ফিরে এসে যা কিছু করেছিলেন ও যা কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন সে সব কথা তাঁকে জানালেন। 31তখন তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা কোন নির্জন স্থানে গিয়ে একটু বিশ্রাম কর।" কারণ এত লোক যাতায়াত করছিল যে তাঁদের খাবার সময় হচ্ছিল না।

32তাই তাঁরা নৌকা করে কোন নির্জন স্থানে চললেন। 33কিন্তু লোকেরা তাঁদেরকে যেতে দেখল এবং অনেকে তাঁদের চিনতে পারল, তাই সমস্ত শহর থেকে লোকেরা বার হয়ে কিনারা ধরে দৌড়ে তাঁদের আগে সেখানে পৌঁছল। 34যীশু নৌকা থেকে বাইরে বেরিয়ে বহু লোককে দেখতে পেলেন, তাঁর প্রাণে তাদের জন্য খুবই দয়া হোল; কারণ তাদের পালকহীন মেষপালের মতো দেখাচ্ছিল। তখন তিনি তাদের অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন।

35সেই দিন বেলা প্রায় শেষ হয়ে এলে যীশুর শিষ্যরা এসে তাঁকে বললেন, "এটা নির্জন স্থান এবং সন্ধ্যাও ঘনিয়ে এল। 36এদেরকে বিদায় করুন; যাতে এরা আশপাশের গ্রামে গিয়ে খাবার কিনতে পারে।"

37কিন্তু যীশু তাঁদের বললেন, "তোমরাই ওদের খেতে দাও।"

তাঁরা যীশুকে বললেন, "এতো লোককে রুটি কিনে খাওয়াতে গেলে তো দুশো দীনার লাগবে!"

38তিনি তাঁদের বললেন, "তোমাদের কাছে কখানা রুটি আছে খুঁজে দেখ!"

হেরোদ হেরোদ আন্তিপস। মহান হেরোদ পুত্র, গালীল এবং পেরির শাসনকর্তা।

এলিয় যীশুর জন্মের 850 বছর পূর্বের এক ভাববাণী প্রচারক। যিনি মানুষের কাছে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে কথা বলেছিলেন।

39তাঁরা দেখে বললেন, "আমাদের কাছে পাঁচখানা
রুটি ও দুটো মাছ আছে।" তখন তিনি প্রত্যেককে সবুজ
ঘাসের উপরে বসিয়ে দিতে বললেন। 40তাঁরা শ' শ'
জন এবং পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন করে সারি সারি বসে
পড়ল। 41তখন তিনি সেই পাঁচটা রুটি ও দুটো মাছকে
নিয়ে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে
রুটিগুলোকে টুকরো টুকরো করে শিষ্যদের হাতে দিয়ে
লোকদের দিতে বললেন। আর সেই দুটো মাছকেও
টুকরো টুকরো করে সকলকে ভাগ করে দিলেন। 42তারা
সকলে তৃপ্তির সঙ্গে খেল। 43আর যা পড়ে রইল সেই
সমস্ত টুকরো রুটি ও মাছে বারোটা টুকরী ভর্তি হয়ে
গেল। 44যত পুরুষ সেদিন খেয়েছিল, তারা সংখ্যায়
পাঁচ হাজার ছিল।

যীশু জলের ওপর দিয়ে হাঁটলেন

(মথি 14:22-33; যোহন 6:15-21)

45পরে তিনি তাঁর শিষ্যদের নৌকায় উঠে তাঁর আগে
ওপারে বৈৎসৈদাতে পৌঁছাতে বললেন, সেইসময় তিনি
লোকেদের বিদায় দিচ্ছিলেন। 46লোকেদের বিদায় করে
তিনি প্রার্থনা করবার জন্য পাহাড়ে চলে গেলেন।

47সন্ধ্যাকালে নৌকাটি হ্রদের মাঝখানে ছিল এবং
তিনি একা ডাঙ্গায় ছিলেন। 48তিনি দেখলেন যে শিষ্যরা
বাতাসের বিরুদ্ধে খুব কষ্টের সঙ্গে দাঁড় টেনে চলেছেন।
খুব ভোরবেলা প্রায় তিনটে ও ছটার মধ্যে তিনি হ্রদের
জলের উপর দিয়ে হেঁটে তাদের কাছে এলেন। তিনি
তাঁদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে চাইলেন; 49কিন্তু
হ্রদের উপর দিয়ে তাঁকে হাঁটতে দেখে তাঁরা ভাবলেন,
ভূত, আর এই ভেবে তাঁরা চেঁচিয়ে উঠলেন। 50কারণ
তাঁরা সকলেই তাঁকে দেখে ভয় পেয়েছিলেন; কিন্তু
যীশু সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বললেন, "সাহস করো! ভয়
করো না, এ তো আমি!" 51পরে তিনি তাদের নৌকায়
উঠলে ঝড় থেমে গেল। তাতে তাঁরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন।
52কারণ এর আগে তাঁরা পাঁচটা রুটির ঘটনার অর্থ
বুঝতে পারেন নি, তাঁদের মন কঠিন হয়ে পড়েছিল।

53পরে তাঁরা হ্রদ পার হয়ে গিনেষরৎ প্রদেশে এসে
নৌকা বাঁধলেন। 54তিনি নৌকা থেকে নামলে লোকেরা
তাঁকে চিনে ফেলল। 55তারা ঐ এলাকার সমস্ত অঞ্চলে
চারদিকে দৌড়াদৌড়ি করে অসুস্থ লোকদের খাটিয়া
করে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে লাগল। 56গ্রামে, শহরে
বা পাড়ায় যেখানে তিনি যেতেন, সেখানে লোকেরা
অসুস্থ রোগীদেরকে এনে বাজারের মধ্যে জড়ো করত।
তারা মিনতি করত যেন শুধু যীশুর কাপড়ের ঝালর
স্পর্শ করতে পারে। আর যারা তাঁর কাপড় স্পর্শ করত
তারা সকলেই সুস্থ হয়ে যেত।

মানুষ নিয়ম তৈরী করে বলে ঈশ্বরের

(মথি 15:1-20)

7 কয়েকজন ফরীশী ও ব্যবস্থার শিক্ষক জেরুশালেম
থেকে যীশুর কাছে এলেন। 2তারা দেখলেন যে,
তাঁর কয়েকজন শিষ্য হাত না ধুয়ে খাবার খাচ্ছেন।
3ফরীশী সম্প্রদায়ের লোকেরা এবং সমস্ত ইহুদীরা প্রাচীন
রীতি অনুসারে ভাল করে হাত না ধুয়ে খাবার খেতো
না। 4আর বাজার থেকে কোন কিছু কিনলে তা
বিশেষভাবে না ধুয়ে খেতো না। আরও বহু প্রাচীন
রীতি-নীতি তারা মেনে চলত, যেমন পানপাত্র, কলসী
ও পিতলের নানা পাত্র ধোওয়া ইত্যাদি।

5সেই ফরীশীরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা যীশুকে
জিজ্ঞাসা করল, "আপনার শিষ্যরা প্রাচীন রীতি-নীতি
অনুসারে চলে না, তারা হাত না ধুয়ে তাদের খাবার
খায়, এর কারণ কি?"

6যীশু তাদের বললেন, "ভণ্ডেরা, ভাববাদী যিশাইয়
তোমাদের বিষয়ে ঠিকই বলেছেন, যেমন লেখা আছে,

'এই লোকেরা মুখেই শুধু আমাকে সম্মান করে,
কিন্তু তাদের মন আমার থেকে অনেক দূরে থাকে।
7এরা অনর্থক আমার উপাসনা করে। কারণ এরা
মানুষের তৈরী রীতি-নীতি ঈশ্বরের আদেশ বলে
লোকদের শিক্ষা দেয়।' *যিশাইয় 29:13*

8তোমরা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে মানুষের
প্রচলিত প্রথা পালন করে থাকো।"

9যীশু তাদের আরো বললেন, "তোমরা নিজেদের
ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য খুব বুদ্ধি খাটিয়ে ঈশ্বরের
আদেশ অমান্য করছ। 10মোশি বলেছেন, 'তুমি নিজের
বাবা, মাকে সম্মান কর',* আর 'যে লোকটি বাবা
কিংবা মায়ের নিন্দা করবে তার মৃত্যুদণ্ড হবে।'* 11কিন্তু
তোমরা বল লোকটি যদি তার বাবা-মাকে বলে, 'আমি
যা কিছু দিয়ে তোমাদের উপকার করতে পারতাম, তা
ঈশ্বরকে উৎসর্গ করেছি,' 12তখন এমন লোককে তোমরা
বাবা বা মায়ের জন্য কিছুই করতে দাও না। 13ঈশ্বরের
বাক্য তোমাদের বংশানুক্রমে পালন করা ঐতিহ্য দ্বারা
তোমরা নিস্ফল কর।

14তিনি সমস্ত লোককে আবার তাঁর কাছে ডেকে
বললেন, "তোমরা সকলে আমার কথা শোন এবং বোঝ।
15মানুষের বাইরে এমন কিছু নেই যা ভেতরে গিয়ে
তাকে কলুষিত করতে পারে কিন্তু যা যা মানুষের
ভেতর থেকে বের হয় সেটাই মানুষকে কলুষিত করে।"
16*

17পরে তিনি লোকদের ছেড়ে বাড়িতে ঢুকলে, তাঁর
শিষ্যরা তাঁকে সেই দৃষ্টান্তটির অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন।
18তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরাও কি অবোধ? তোমরা
কি বোঝ না, বাইরে থেকে যা কিছু মানুষের ভেতরে
যায় তা তাকে কলুষিত করতে পারে না। 19কারণ এটা
তার অন্তরে যেতে পারে না, পাকস্থলীতে যায় এবং
তারপর দেহের বাইরে গিয়ে পড়ে।" এই কথার মাধ্যমে
তিনি সমস্ত খাবারকেই শুদ্ধ বললেন।

'তুমি ... কর' যাত্রা 20:12; দ্বি বি 5:16

'যে ... হবে' যাত্রা 21:17

পদ 16 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 16 যুক্ত করা হয়েছে:
"তোমাদের যাদের শোনার মতো কান আছে তারা শোন!"

20তিনি আরও বললেন, "মানুষের অন্তর থেকে যা
বের হয়, সেটাই মানুষকে কলুষিত করে। 21কারণ মানুষের
ভেতর অর্থাৎ মন থেকে বের হয় কুৎসিত চিন্তা, লালসা,
চুরি, খুন, 22যৌন পাপ, লোভ, দুষ্টামি, প্রতারণা,
অশ্লীলতা, ঈর্ষা, নিন্দা, অভিমান ও অহঙ্কার। 23এই
সমস্ত খারাপ বিষয় মানুষের ভেতর থেকে বের হয় ও
মানুষকে কলুষিত করে।"

যীশু একটি অইহুদী স্ত্রীলোককে সাহায্য করলেন

(মথি 15:21-28)

24পরে তিনি সেই স্থান ছেড়ে সোর অঞ্চলে গিয়ে
সেখানে একটা বাড়িতে ঢুকলেন; আর তিনি যে সেখানে
এসেছেন সেটা গোপন রাখতে চাইলেন; কিন্তু পারলেন
না। 25যীশুর আসার কথা শুনে একটি স্ত্রীলোক যার
মেয়ের ওপর অশুচি আত্মা ভর হয়েছিল, সে সঙ্গে
সঙ্গে এসে যীশুর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। 26স্ত্রীলোকটি
ছিল জাতিতে গ্রীক, সুরফৈনীকী। সে মিনতি করে যীশুকে
বলল যেন তিনি তার মেয়ের ভেতর থেকে ভূতকে
তাড়িয়ে দেন।

27তিনি স্ত্রীলোকটিকে বললেন, "প্রথমে ছেলেমেয়েরা
তৃপ্ত হোক্, কারণ ছেলেমেয়েদের খাবার নিয়ে কুকুরকে
খাওয়ানো ঠিক নয়।"

28তখন সেই স্ত্রীলোকটি বলল, "প্রভু এটা সত্য;
কিন্তু কুকুররাও তো খাবার টেবিলের নীচে ছেলেমেয়েদের
ফেলে দেওয়া খাবারের টুকরোগুলো খেতে পায়।"

29তখন তিনি তাকে বললেন, "তুমি ভালোই বলেছ
বাড়ি যাও, গিয়ে দেখ ভূত তোমার মেয়েকে ছেড়ে চলে
গেছে।"

30তখন সে বাড়ি গিয়ে দেখতে পেল, মেয়েটি
বিছানায় শুয়ে আছে, এবং ভূত তার মধ্য থেকে বেরিয়ে
গেছে।

এক বধিরের আরোগ্য লাভ

31পরে তিনি সোর থেকে সীদোন হয়ে দিকাপলি
অঞ্চলের ভেতর দিয়ে গালীল হ্রদের কাছে ফিরে এলেন।
32তখন কিছু লোক একটা বোবা কালাকে তাঁর কাছে
এনে তাঁকে তার উপর হাত রাখতে মিনতি করল।

33তিনি তাকে ভীড়ের মধ্যে থেকে এক পাশে এনে
তার দুই কানে নিজের আঙ্গুল দিলেন। তারপর থুথু
ফেলে তার জিভ ছুঁলেন। 34আর স্বর্গের দিকে তাকিয়ে
দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "ইপফাথা!" যার অর্থ
"খুলে যাক!" 35সঙ্গে সঙ্গে লোকটি কানে শুনতে পেল,
তার জিভের জড়তা কেটে গেল আর সে ভালভাবেই
কথা বলতে লাগল।

36পরে তিনি তাদের একথা আর কাউকে বলতে
নিষেধ করলেন; কিন্তু তিনি যতই বারণ করলেন ততই
তারা আরো বেশী করে বলতে লাগল। 37যীশুর এই
কাজ দেখে তারা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গিয়ে বলল,
"তিনি যা কিছু করেন তা অপূর্ব। তিনি কালাকে শোনার
শক্তি, বোবাকে কথা বলার শক্তি দেন।"

যীশু চার হাজারের বেশী লোককে খাওয়ালেন

(মথি 15:32-39)

8 সেই দিনগুলিতে আবার একবার অনেক লোকের
ভীড় হল। তাদের কাছে খাবার ছিল না, তাই তিনি
তাঁর শিষ্যদের ডেকে বললেন, 2"এই লোকদের জন্য
আমার মমতা হচ্ছে, কারণ এরা আজ তিনদিন ধরে
আমার কাছে রয়েছে, এদের কাছে কিছু খাবার নেই।
3যদি আমি এদেরকে ক্ষুধার্ত ও অভুক্ত অবস্থায় বাড়ি
পাঠাই, তবে এরা রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়বে; এদের
মধ্যে কেউ কেউ আবার বহু দূর থেকে এসেছে।"

4তাঁর শিষ্যেরা এর উত্তরে বললেন, "এই
জনমানবহীন জায়গায় আমরা কোথা থেকে এতগুলো
লোকের খাবার জোগাড় করব?"

5তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের কাছে
ক'খানা রুটি আছে?"

তারা বলল, "সাতখানা।"

6তখন তিনি লোকেদের মাটিতে বসতে আদেশ
দিলেন। পরে সেই সাতটা রুটি তুলে নিয়ে ঈশ্বরকে
ধন্যবাদ দিয়ে রুটিগুলোকে টুকরো টুকরো করে
পরিবেশনের জন্য শিষ্যদের হাতে তুলে দিলেন। তাঁরাও
লোকদের মধ্যে পরিবেশন করলেন। 7তাদের কাছে
কতগুলো ছোট মাছ ছিল; তিনি সেগুলোর জন্যও
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে শিষ্যদের বললেন, 'এগুলো
পরিবেশন করে দাও।' 8লোকেরা খেয়ে তৃপ্তি পেল।
অবশিষ্ট টুকরো দিয়ে তারা সাতটি ঝুড়ি ভর্তি করল।
9সেদিন প্রায় চার হাজার লোক খেয়েছিল। এরপর তিনি
তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন; 10আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি
শিষ্যদের নিয়ে নৌকা করে দল্‌মনুথা অঞ্চলে চলে
এলেন।

ফরীশীদের যীশুকে পরীক্ষার চেষ্টা

(মথি 16:1-4)

11পরে সেখানে ফরীশীরা এসে যীশুর সঙ্গে তর্ক
জুড়ে দিল। তাঁর কাছে আকাশ থেকে কোন অলৌকিক
চিহ্ন দেখতে চাইল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে পরীক্ষা
করা। 12তখন তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, "এই
যুগের লোকেরা কেন অলৌকিক চিহ্ন দেখতে চায়?
আমি তোমাদের সত্যি বলছি কোন অলৌকিক চিহ্ন এই
লোকদের দেখানো হবে না।" 13তখন তিনি তাদের
ছেড়ে নৌকা করে হ্রদের অপর পারে গেলেন।

ইহুদী নেতাদের সম্পর্কে যীশুর সতর্কবাণী

(মথি 16:5-12)

14কিন্তু শিষ্যেরা রুটি আনতে ভুলে গিয়েছিলেন;
নৌকায় তাদের কাছে কেবল একখানা রুটি ছাড়া আর
কোন রুটি ছিল না। 15তখন তিনি তাদের সতর্ক করে
দিয়ে বললেন, "সাবধান! তোমরা হেরোদ এবং
ফরীশীদের খামিরের বিষয়ে সাবধান থেকো।"

16তখন তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে
লাগলেন, "আমাদের কাছে রুটি নেই।"

17তাঁরা যা বলছেন, তা বুঝতে পেরে যীশু বললেন,
"তোমাদের রুটি নেই বলে কেন আলোচনা করছ?
তোমরা এখনও কি দেখ না বা বোঝ না, তোমাদের
মন কি এতই কঠিন? 18চোখ থাকতে কি তোমরা দেখতে
পাও না? কান থাকতে কি শুনতে পাও না? আর
তোমাদের কি মনেও পড়ে না? 19যখন আমি পাঁচ
হাজার লোকের মধ্যে পাঁচটি রুটি টুকরো করে
দিয়েছিলাম; তখন তোমরা কত টুকরি উদ্বৃত্ত রুটির
টুকরো কুড়িয়ে নিয়েছিলে?" তাঁরা বললেন, "বারো
টুকরি।"

20যীশু আবার বললেন, "আমি যখন সাতটা রুটি
চার হাজার লোকের মধ্যে টুকরো করে দিয়েছিলাম
তখন কত টুকরি রুটির টুকরো তোমরা তুলে
নিয়েছিলে?"

তাঁরা বললেন, "সাত টুকরি।"

21তখন তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা কি এখনও
বুঝতে পারছ না?"

বৈৎসৈদাতে যীশু এক অন্ধকে দৃষ্টি দিলেন

22তারপর তাঁরা বৈৎসৈদায় এলেন; আর লোকেরা
তাঁর কাছে একটা অন্ধ লোককে নিয়ে এসে মিনতি
করল যাতে তিনি তাকে স্পর্শ করেন। 23তখন তিনি
অন্ধ লোকটির হাত ধরে তাকে গ্রামের বাইরে নিয়ে
গেলেন। তিনি লোকটির চোখে খানিকটা থুথু লাগিয়ে
তার উপরে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি
কিছু দেখতে পাচ্ছ?"

24সে চোখ তুলে চেয়ে বলল, "আমি মানুষ দেখতে
পাচ্ছি; গাছের মত দেখতে, তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

25তখন তিনি আবার তার চোখের উপর হাত
রাখলেন। এইবার লোকটি চোখ বড় বড় করে তাকাল।
তার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণভাবে ফিরে পেল এবং সবকিছু
স্পষ্টভাবে দেখতে পেল। 26তারপর তিনি তাকে বাড়ি
পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, "এই গ্রামে যেও না।"

পিতরের স্বীকৃতি যীশুই খ্রীষ্ট

(মথি 16:13-20; লূক 9:18-21)

27তারপর যীশু এবং তাঁর শিষ্যরা সেখান থেকে
কৈসরিয়া ফিলিপীর অঞ্চলে চলে গেলেন। রাস্তার মধ্যে
তিনি তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কে, এ
বিষয় লোকেরা কি বলে?"

28তাঁরা বললেন, "অনেকে বলে আপনি,
"বাপ্তিস্মদাতা যোহন। কেউ কেউ বলে, আপনি এলিয়।
আবার কেউ কেউ বলে, আপনি ভাববাদীদের মধ্যে
একজন।"

29তখন তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু
তোমরা কি বল আমি কে?"

পিতর তাঁকে বললেন, "আপনি সেই খ্রীষ্ট।"

30তখন তিনি তাঁদের সাবধান করে দিয়ে বললেন,
"তোমরা এ কথা কাউকে বলো না।"

31এরপর তিনি তাঁদের এই শিক্ষা দিতে শুরু করলেন
যে, মানবপুত্রকে অনেক দুঃখভোগ করতে হবে, এবং
বয়স্ক ইহুদী নেতারা, প্রধান যাজক ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা
তাঁকে প্রত্যাখান করবে, হত্যা করবে এবং মৃত্যুর তিনদিন
পর তিনি আবার বেঁচে উঠবেন। 32এই কথা তিনি তাঁদের
স্পষ্টভাবে বললেন, তাতে পিতর তাঁকে একপাশে নিয়ে
গিয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন। 33কিন্তু যীশু তাঁর
শিষ্যদের দিকে মুখ ফিরিয়ে পিতরকে ধমক দিয়ে
বললেন, "আমার সামনে থেকে দূর হও, শয়তান! কারণ
তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছার সমাদর করছ না; তুমি মানুষের
মতোই ভেবে এই কথা বলছ।"

34এরপর তিনি শিষ্যদের সঙ্গে অন্যান্য লোকেদেরও
নিজের কাছে ডেকে বললেন, "কেউ যদি আমার সঙ্গে
আসতে চায়, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, এবং তার
নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসারী হোক। 35কারণ
কেউ যদি নিজের প্রাণ রক্ষা করতে চায় তবে সে তা
হারাবে; কিন্তু কেউ যদি আমার এবং সুসমাচারের জন্য
নিজের প্রাণ হারায় তবে তার জীবন চিরস্থায়ী হবে।
36মানুষ যদি নিজের জীবন হারিয়ে সমস্ত জগৎ লাভ
করে তবে তার কি লাভ? 37কিংবা মানুষ তার প্রাণের
বিনিময়ে কি দিতে পারে? 38যে কেউ এই ব্যভিচারী ও
পাপীদের যুগে আমাকে এবং আমার শিক্ষাকে লজ্জার
বিষয় মনে করে, মানবপুত্র যখন তাঁর পিতার মহিমায়
মহিমান্বিত হয়ে পবিত্র স্বর্গদূতদের সঙ্গে ফিরে
আসবেন, তখন তিনিও সেই লোকের বিষয়ে লজ্জাবোধ
করবেন।"

9 তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, "আমি তোমাদের
সত্যি বলছি যারা এখানে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের
মধ্যে কয়েকজন আছে, যারা কোনমতেই মৃত্যু দেখবে
না; যতক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্য মহাপরাক্রমের সঙ্গে
আসতে না দেখে।"

মোশি ও এলিয়র সঙ্গে যীশু

(মথি 17:1-13; লূক 9:28-36)

2ছ'দিন বাদে যীশু পিতর, যাকোব এবং যোহনকে
সঙ্গে করে এক উঁচু পাহাড়ে উঠে গেলেন। তাঁদের
সামনে তাঁর রূপ পরিবর্তিত হয়ে গেল। 3তাঁর পোশাক
এত উজ্জ্বল ও শুভ্র হল যে পৃথিবীর কোন রজক সেই
রকম সাদা করতে পারে না। 4তখন মোশি এবং এলিয়
তাঁদের সামনে এসে যীশুর সাথে কথা বলতে শুরু
করলেন।

5তখন পিতর যীশুকে বললেন, "গুরু, এখানে
আমাদের থাকা ভাল। আমরা তিনটি তাঁবু তৈরী করি।
একটা আপনার জন্য, একটা মোশির জন্য এবং একটা
এলিয়র জন্য।" 6কারণ কি বলতে হবে তা তিনি জানতেন
না, তাঁরা অত্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

7পরে একখানা মেঘ এসে তাঁদের ছায়া দিয়ে ঢেকে
ফেলল; আর সেই মেঘ থেকে এই রব শোনা গেল,
"ইনি আমার প্রিয় পুত্র। তোমরা তাঁর কথা শোন।"

8শিষ্যেরা তখনই চারদিকে তাকালেন; কিন্তু যীশু
ছাড়া আর কাউকে সেখানে দেখতে পেলেন না।

9পাহাড় থেকে নামার সময় তিনি তাঁর শিষ্যদের
বললেন, "তোমরা যা যা দেখলে তা কাউকে বোল না
যতক্ষণ না মৃত্যু থেকে মানবপুত্র বেঁচে উঠছেন।"
10তারা সেই ঘটনার কথা নিজেদের মধ্যেই চেপে
রাখলেন, কিন্তু ভাবতে লাগলেন, মৃত্যু থেকে বেঁচে
ওঠা কথাটির অর্থ কি হতে পারে। 11পরে শিষ্যরা তাঁকে
জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন ব্যবস্থার শিক্ষকরা বলেন যে
প্রথমে এলিয়কে আসতে হবে?"*
12তিনি তাদের বললেন, "হ্যাঁ, এলিয় প্রথমে এসে
সব কিছু পুনঃস্থাপন করবেন বটে, কিন্তু মানবপুত্রের
বিষয়ে কেন এসব লেখা হয়েছে যে তাঁকে অনেক দুঃখ
পেতে হবে আর লোকে তাঁকে প্রত্যাখান করবে? 13কিন্তু
আমি তোমাদের বলছি, এলিয়ের বিষয়ে যেমন লেখা
আছে, সেই অনুসারে তিনি এসে গেছেন এবং লোকেরা
তাঁর প্রতি যা ইচ্ছে তাই করেছে।"

অসুস্থ ছেলেকে যীশুর আরোগ্যদান

(মথি 17:14-20; লূক 9:37-43)

14পরে তাঁরা অন্য শিষ্যদের কাছে এসে দেখলেন
তাঁদের চারদিকে অনেক লোক আর ব্যবস্থার শিক্ষকেরা
তাদের সাথে তর্ক করছেন। 15তাঁকে দেখামাত্র সমস্ত
লোক অবাক হোল এবং তাঁর কাছে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে
প্রণাম জানাতে লাগল।
16তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা এদের
সঙ্গে কি নিয়ে তর্ক করছ?"
17তাতে লোকেদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল,
"হে গুরু, আমার ছেলেটিকে আপনার কাছে এনেছিলাম।
তাকে এক বোবা আত্মায় পেয়েছে, সে কথা বলতে
পারে না। 18সেই আত্মা তাকে যেখানে ধরে, সেইখানে
আছাড় মারে; আর তার মুখে ফেনা ওঠে, সে দাঁত
কিড়মিড় করে আর শক্ত হয়ে যায়। আমি আপনার
শিষ্যদের এই আত্মাটাকে ছাড়াতে বললাম, কিন্তু তাঁরা
পারলেন না।"
19তখন যীশু তাঁদের বললেন, "হে অবিশ্বাসী বংশ,
আমাকে আর কতকাল তোমাদের সঙ্গে থাকতে হবে?
তোমাদের নিয়ে আর আমি কত ধৈর্য ধরব? তাকে
আমার কাছে নিয়ে এস!"
20তারা তাকে তাঁর কাছে নিয়ে এল। যীশুকে দেখামাত্র
সেই আত্মা ছেলেটিকে মুচড়ে ধরল; আর সে মাটিতে
পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল, তার মুখ দিয়ে ফেনা বের
হচ্ছিল।
21তখন যীশু তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এর
কতদিন এমন হয়েছে?"
ছেলেটির বাবা বলল, "ছেলেবেলা থেকে এরকম
হয়েছে। 22এই আত্মা একে মেরে ফেলার জন্য অনেকবার
আগুনে ও জলে ফেলে দিয়েছে। আপনি যদি কিছু
করতে পারেন, তবে দয়া করে আমাদের উপকার করুন।"
23যীশু তাকে বললেন, "কি বললে, 'যদি পারেন!'
যে বিশ্বাস করে, তার পক্ষে সবই সম্ভব।"
24সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটির বাবা চিৎকার করে কেঁদে
বলল, "আমি বিশ্বাস করি! আমার অবিশ্বাসের প্রতিকার
করুন!"
25অনেক লোক সেদিকে আসছে দেখে যীশু সেই
অশুচি আত্মাকে ধমকে বললেন, "হে বোবা কালার
আত্মা, আমি তোমাকে বলছি, এর মধ্যে থেকে শিগ্‌গির
বেরিয়ে যাও এবং এর মধ্যে আর কখনও ঢুকবে না!"
26তখন সেই আত্মা চেঁচিয়ে তাকে ভয়ঙ্করভাবে মুচড়ে
দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। তাতে ছেলেটি মরার মত
হয়ে পড়ল, এমন কি অধিকাংশ লোক বলল, "সে মরে
গেছে!" 27কিন্তু যীশু তার হাত ধরে তুললে সে উঠে
দাঁড়াল।
28পরে যীশু বাড়ি ফিরে এলে শিষ্যরা তাঁকে একান্তে
জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা কেন ঐ অশুচি আত্মাকে
তাড়াতে পারলাম না?"
29যীশু তাঁদের বললেন, "প্রার্থনা ছাড়া আর কোন
কিছুতেই এ আত্মাকে তাড়ানো যায় না।"

যীশু নিজের মৃত্যুর বিষয়ে বললেন

(মথি 17:22-23; লূক 9:43-45)

30পরে সেই স্থান ছেড়ে তাঁরা গালীলের মধ্য দিয়ে
চললেন; আর তিনি চাইলেন না যে তাঁরা কোথায় আছে
সেকথা অন্য কেউ জানুক, 31কারণ তখন তিনি তাঁর
শিষ্যদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তিনি তাঁদের বললেন,
"মানবপুত্রকে লোকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, এবং
তারা তাঁকে হত্যা করবে আর মৃত্যুর তিনদিন পরে
তিনি বেঁচে উঠবেন।" 32কিন্তু তাঁরা সেই কথা বুঝলেন
না, এবং এই বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করতেও ভয়
পেলেন।

যীশু বললেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কে

(মথি 18:1-5; লূক 9:46-48)

33এরপর তাঁরা কফরনাহূমে ফিরে এলেন আর বাড়ির
ভেতরে গিয়ে তিনি শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা
রাস্তায় কি আলোচনা করছিলে?" 34কিন্তু তাঁরা চুপচাপ
থাকলেন কারণ তাঁদের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই
নিয়ে তর্ক চলছিল।
35তখন যীশু ব'সে সেই বারোজন প্রেরিতকে ডেকে
বললেন, "কেউ যদি প্রথম হতে চায়, তবে সে সকলের
শেষে থাকবে এবং সকলের পরিচারক হবে।"
36পরে যীশু একটা শিশুকে নিয়ে তাদের মধ্যে দাঁড়
করিয়ে দিলেন এবং তাকে কোলে করে তাঁদের বললেন,
37"যে কেউ আমার নামে এর মতো কোন শিশুকে
গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে। আর কেউ যদি
আমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকে নয়, কিন্তু যিনি (ঈশ্বর)
আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকেই গ্রহণ করে।"

যে কেউ আমাদের বিপক্ষে নয় সেই আমাদের সপক্ষে

(লূক 9:49-50)

38যোহন তাঁকে বললেন, "গুরু, আমরা একটি

"কেন ব্যবস্থার ... হবে?" মালাখি 4:5-6

লোককে আপনার নামে ভূত তাড়াতে দেখে তাকে বারণ করেছিলাম, কারণ সে আমাদের লোক নয়।"

39কিন্তু যীশু বললেন, "তাকে বারণ কোর না, কারণ এমন কেউ নেই যে আমার নামে অলৌকিক কাজ করে সহজে আমার নিন্দা করতে পারে। 40যে কেউই আমাদের বিপক্ষে নয় সে আমাদের সপক্ষে। 41কেউ যদি খ্রীষ্টের লোক বলে তোমাদেরকে এক ঘটি জল দেয়, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সে কোন মতেই নিজের পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে না।

42"আর এই যে সাধারণ লোক যারা আমায় বিশ্বাস করে, যদি কেউ তাদের একজনকে পাপের পথে নিয়ে যায়, তবে সেই লোকের গলায় একটা বড় যাঁতার পাট বেঁধে তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়াই তার পক্ষে ভাল। 43তোমার হাত যদি তোমার পাপের কারণ হয়, তবে তাকে কেটে ফেল, কারণ দুই হাত নিয়ে নরকের অনন্ত আগুনে পোড়ার থেকে বরং নুলা হয়ে জীবনে প্রবেশ করা ভাল। 44* 45তোমার পা যদি তোমার পাপের কারণ হয় তবে তাকে কেটে ফেল, কারণ দুই পা নিয়ে নরকে যাওয়ার থেকে বরং খোঁড়া হয়ে জীবনে প্রবেশ করা ভাল। 46* 47আর যদি তোমার চোখ তোমার পাপের কারণ হয়, তবে সে চোখকে উপড়ে ফেল। দু'চোখ নিয়ে নরকে যাওয়ার থেকে এক চোখ নিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে ভাল। 48নরকে যে কীট মানুষকে খায় তারা কখনও মরে না এবং আগুন কখনও নেভে না। 49লবণ দেওয়ার মত প্রত্যেকের উপর আগুন দেওয়া হবে।

50"লবণ ভাল, কিন্তু লবণ যদি লবণত্ব হারায়, তবে কেমন করে তাকে তোমরা আস্বাদযুক্ত করবে? তোমরা নিজের নিজের মনে লবণ রাখ এবং পরস্পর শান্তিতে থাক।"

বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

(মথি 19:1-12)

10 এরপর যীশু সেই স্থান ছেড়ে যর্দন নদীর অন্য পাড়ে যিহূদিয়ার অঞ্চলে এলেন। আবার লোকেরা তাঁর কাছে এল এবং তিনি তাঁর রীতি অনুসারে তাঁদের শিক্ষা দিলেন।

2তখন কয়েকজন ফরীশী তাঁর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "একটি লোকের পক্ষে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করা কি আইনত ঠিক?" তারা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যই এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

3যীশু তাদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "এই ব্যাপারে মোশি তোমাদের কি নির্দেশ দিয়েছেন?"

4তারা বললেন, "বিবাহ বিচ্ছেদ পত্র লিখে নিজের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করবার অনুমতি মোশি দিয়েছেন?"

5যীশু তাদের বললেন, "তোমাদের কঠিন মনের জন্য তিনি আজ্ঞা লিখেছিলেন; 6কিন্তু সৃষ্টির প্রথম থেকেই 'ঈশ্বর স্ত্রী ও পুরুষ হিসাবে তাদের তৈরী করেছেন।'* 7'সেইজন্যই মানুষ তার বাবা মাকে ত্যাগ করে স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়, 8আর ঐ দুজন একদেহে পরিণত হয়।'* তখন তারা আর দু'জন নয়, তারা এক। 9অতএব ঈশ্বর যাদের যোগ করে দিয়েছেন, মানুষ তাদের বিচ্ছিন্ন না করুক।"

10তারা বাড়িতে এলে শিষ্যেরা তাঁকে সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন। 11যীশু তাদের বললেন, "কেউ যদি নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য কাউকে বিয়ে করে তবে সে তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে। 12যদি সেই স্ত্রীলোকটি নিজের স্বামীকে ত্যাগ করে আর একজনকে বিয়ে করে তবে সেও ব্যভিচার করে।"

যীশু ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আশীর্বাদ করলেন

(মথি 19:13-15; লূক 18:15-17)

13পরে লোকেরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তাঁর কাছে নিয়ে এল, যেন তিনি তাদের স্পর্শ করেন; কিন্তু শিষ্যরা তাদের ধমক দিলেন। 14যীশু তা দেখে ক্রুদ্ধ হলেন, এবং তাদের বললেন, "ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আমার কাছে আসতে দাও। তাদের বারণ কোরো না, কারণ এদের মত লোকদের জন্যই তো ঈশ্বরের রাজ্য। 15আমি তোমাদের সত্যি বলছি, কেউ যদি ছোট ছেলেমেয়েদের মত মন নিয়ে ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, তবে সে কোনমতেই সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না।" 16এরপর তিনি তাদের কোলে নিলেন এবং তাদের উপর হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

একজন ধনী লোকের যীশুকে অনুসরণ করতে অস্বীকার

(মথি 19:16-30; লূক 18:18-30)

17পরে তিনি বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় একজন লোক দৌড়ে এসে, তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হে সৎ গুরু, অনন্ত জীবন লাভের জন্য আমি কি করব?"

18তখন যীশু তাকে বললেন, "তুমি কেন আমাকে সৎ বলছ? ঈশ্বর ছাড়া আর কেউই সৎ নয়। 19তুমি তো ঈশ্বরের সব আদেশ জানো, 'নরহত্যা কোরো না, ব্যভিচার কোরো না, চুরি কোরো না, বাবা-মাকে সম্মান কোরো।"'*

20লোকটি তাঁকে বলল, "হে গুরু, ছোটবেলা থেকে এগুলো আমি পালন করে আসছি।"

21যীশু লোকটির দিকে সস্নেহে তাকালেন এবং বললেন, "একটা বিষয়ে তোমার ত্রুটি আছে। যাও তোমার যা কিছু আছে বিক্রি কর; আর সেই অর্থ গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দাও, তাতে তুমি স্বর্গে ধন পাবে। তারপর এসে আমাকে অনুসরণ কর।"

পদ 44 মার্ক এর কিছু গ্রীক প্রতিলিপিতে 44 ক্রমসংখ্যার পদ যুক্ত করা হয়েছে। এটি 48 ক্রমসংখ্যার পদের সঙ্গে অভিন্ন।

পদ 46 মার্ক এর কিছু গ্রীক প্রতিলিপিতে 46 ক্রমসংখ্যার পদ যুক্ত করা হয়েছে। এটি 48 ক্রমসংখ্যার পদের সঙ্গে অভিন্ন।

'ঈশ্বর ... করেছেন' আদি 1:27

'সেইজন্যই ... হয়' আদি 2:24

'তুমি ... কোরো' যাত্রা 20:12-16; দ্বি বি 5:16-20

22এই কথায় সে মর্মাহত ও দুঃখিত হ'ল এবং ম্লান
মুখে চলে গেল, কারণ তার অনেক সম্পত্তি ছিল।
23তখন যীশু চারদিকে তাকিয়ে শিষ্যদের বললেন,
"যাদের ধন আছে তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ
করা কেমন দুষ্কর!"
24শিষ্যেরা তাঁর কথা শুনে অবাক হলেন। যীশু আবার
তাঁদের বললেন, "শোন, ঈশ্বরের রাজ্যে যাওয়া সত্যিই
কষ্টকর! 25একজন ধনী লোকের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ
করার চেয়ে বরং সূচের ছিদ্র দিয়ে উটের যাওয়া সহজ!"
26তখন তাঁরা আরও আশ্চর্য হয়ে নিজেদের মধ্যে
বলাবলি করলেন, "তবে কারা উদ্ধার পেতে পারে?"
27তখন যীশু তাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এটা
মানুষের পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে নয়, কারণ
সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব।"
28তখন পিতর তাঁকে বলতে লাগলেন, "দেখুন!
আমরা সমস্ত কিছু ত্যাগ করে আপনার অনুসারী হয়েছি।"
29যীশু বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি: যে
কেউ আমার জন্য বা আমার সুসমাচার প্রচারের জন্য
বাড়িঘর, ভাইবোন, মা-বাবা, ছেলেমেয়ে, জমিজমা
ছেড়ে এসেছে, 30তার বদলে সে এই জগতে তার শতগুণ
ফিরে পাবে। তাকে তাড়না ভোগ করতে হলেও এই
জগতে শতগুণ বাড়িঘর, ভাইবোন, মা, ছেলেমেয়ে
এবং জমিজমা পাবে, আর পরবর্তী যুগে পাবে অনন্ত
জীবন। 31কিন্তু আজ যারা প্রথম, এমন অনেক লোক
শেষে পড়বে এবং যারা আজ শেষের তাদের মধ্যে
অনেকে প্রথম হবে।"

যীশু পুনরায় নিজের মৃত্যুর বিষয়ে বললেন

(মথি 20:17-19; লূক 18:31-34)

32একদিন তাঁরা রাস্তা দিয়ে জেরুশালেমের দিকে
যাচ্ছেন এবং যীশু তাঁদের আগে আগে চলেছেন। শিষ্যেরা
আশ্চর্য হচ্ছিলেন আর তাঁর সঙ্গে যারা চলছিল, সেই
লোকেরা ভীত হল। তখন তিনি আবার সেই বারোজন
প্রেরিতকে নিয়ে নিজের প্রতি যা যা ঘটবে, তা তাদের
বলতে লাগলেন। 33শোন, "আমরা জেরুশালেমে যাচ্ছি
আর প্রধান যাজক এবং ব্যবস্থার শিক্ষকের হাতে
মানবপুত্রকে সঁপে দেওয়া হবে, তারা তাকে মৃত্যুদণ্ড
দেবে এবং অইহুদীদের হাতে তুলে দেবে। 34তারা বিদ্রূপ
করবে, তাঁর মুখে থুথু দেবে, তাঁকে চাবুক মারবে এবং
হত্যা করবে, আর তিন দিন পরে তিনি আবার বেঁচে
উঠবেন।"

যাকোব এবং যোহনের অনুগ্রহ ভিক্ষা

(মথি 20:20-28)

35পরে সিবদিয়ের ছেলে যাকোব এবং যোহন তাঁর
কাছে এসে বললেন, "হে গুরু, আমাদের ইচ্ছা এই,
আমরা আপনার কাছে যা চাইব, আপনি আমাদের
জন্য তা করবেন।"
36যীশু তখন তাঁদের বললেন, "তোমাদের ইচ্ছা কি,
তোমাদের জন্য আমি কি করব?"
37তাঁরা তাঁকে বললেন, "আমাদের এই বর দান
করুন যাতে আপনি মহিমান্বিত হলে আমরা একজন
আপনার ডানদিকে, আর একজন বাঁ দিকে বসতে পাই।"
38যীশু তাঁদের বললেন, "তোমরা জান না তোমরা
কি চাইছ? আমি যে পেয়ালায় পান করি, তাতে তোমরা
কি চুমুক দিতে পারবে, বা আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজ
হই তাতে কি তোমরা বাপ্তাইজ হতে পারবে?"
39তাঁরা তাঁকে বললেন, "আমরা পারব!"
তখন যীশু তাদের বললেন, "আমি যে পেয়ালায়
পান করি তাতে তোমরা অবশ্যই চুমুক দেবে এবং
আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজ হই তাতে তোমরাও বাপ্তাইজ
হবে। 40কিন্তু আমার ডান দিকে বা বাঁদিকে বসতে
দেবার অধিকার আমার নেই। কারা সেখানে বসবে তা
আগেই স্থির হয়ে গেছে।"
41এই কথা শুনে অন্য দশ জন যোহন ও যাকোবের
প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। 42কিন্তু যীশু তাঁদের ডেকে
বললেন, "তোমরা জান জগতের মধ্যে যারা শাসনকর্তা
বলে গণ্য, তারা তাদের উপর প্রভুত্ব করে এবং তাদের
মধ্যে যারা প্রধান, তারা তাদের উপর কর্তৃত্ব করে।
43তোমাদের বিষয়ে সেইরকম হবে না। তোমাদের মধ্যে
কেউ যদি প্রধান হতে চায়, তবে সে তোমাদের ক্রীতদাস
হবে, 44এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যদি প্রধান হতে
চায়, সে সকলের দাস হবে। 45কারণ বাস্তবে মানবপুত্রও
সেবা পেতে আসেন নি, তিনি অন্যের সেবা করতেই
এসেছেন, এবং অনেক মানুষের মুক্তিপণ হিসাবে নিজের
জীবন দিতে এসেছেন।"

অন্ধের দৃষ্টিলাভ

(মথি 20:29-34; লূক 18:35-43)

46তারপর তাঁরা যিরীহোতে এলেন। তিনি যখন
নিজের শিষ্যদের এবং বহুলোকের সাথে যিরীহো ছেড়ে
যাচ্ছিলেন, সেই সময় পথের ধারে তীময়ের ছেলে
বর্তীময় নামে এক অন্ধ ভিখারি বসেছিল। 47সে যখন
শুনতে পেল যে উনি নাসরতীয় যীশু, তখন চেঁচিয়ে
বলতে লাগল, "হে যীশু, দায়ূদের পুত্র, আমার প্রতি
দয়া করুন!"
48তখন বহুলোক 'চুপচুপ' বলে তাকে ধমক দিল;
কিন্তু সে আরও জোরে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "হে
দায়ূদের পুত্র, আমার প্রতি দয়া করুন!"
49তখন যীশু সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, "তাকে
ডাকো।" তারা সেই অন্ধলোকটিকে ডাকল এবং বলল,
"ওহে সাহস কর, ওঠ, উনি তোমাকে ডাকছেন।" 50তখন
সে নিজের গায়ের চাদর ফেলে দিয়ে লাফ দিয়ে উঠে
যীশুর কাছে এল।
51যীশু তাকে বললেন, "তুমি কি চাও, আমি তোমার
জন্য কি করব?"
অন্ধলোকটি তাকে বলল, "হে গুরু, আমি যেন
দেখতে পাই।"
52তখন যীশু তাকে বললেন, "যাও, তোমার বিশ্বাসই
তোমায় সুস্থ করল।" সঙ্গে সঙ্গে সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে

পেল এবং রাস্তা দিয়ে যীশুর পেছন পেছন চলতে লাগল।

রাজার মতো যীশুর জেরুশালেমে প্রবেশ

(মথি 21:1-11; লূক 19:28-40; যোহন 12:12-19)

11 এরপর তাঁরা জেরুশালেমের কাছাকাছি পৌঁছে জৈতুন পর্বতমালায় বৈৎফগী ও বৈথনিয়া গ্রামে এলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে দু'জনকে আগে পাঠিয়ে দিলেন। 2তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা তোমাদের সামনের ঐ গ্রামে যাও, গ্রামে ঢুকেই দেখবে একটা বাচ্চা গাধা বাঁধা আছে, যাতে কেউ কখনও বসে নি। সেই গাধাটাকে খুলে আন। 3যদি কেউ তোমাদের জিজ্ঞাসা করে, 'কেন তুমি গাধাটি খুলছ'? তখন তাকে বলবে, 'এটা প্রভুর কাজে লাগবে আর সে তখনই সেটা পাঠিয়ে দেবে।'"

4তাঁরা সেখানে গেলেন এবং দেখলেন দরজার কাছে রাস্তার উপরে একটা গাধা বাঁধা আছে। তখন তাঁরা দড়িটাকে খুলতে লাগলেন, 5আর কিছু লোক সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তারা তাদের বলল, "তোমরা কি করছ, গাধার বাচ্চাটাকে খুলছ কেন?" 6তাতে যীশু যেমন বলেছিলেন, তাঁরা সেইমতো উত্তর দিলেন, তখন লোকেরা আর কিছু বলল না, গাধার বাচ্চাটাকে নিয়ে যেতে দিল। 7তাঁরা গাধার বাচ্চাটিকে যীশুর কাছে নিয়ে এসে গাধাটির উপরে তাদের জামাকাপড় পেতে দিলেন এবং যীশু তার উপরে বসলেন। 8তখন অনেকে তাদের জামাকাপড় রাস্তায় পেতে দিল আর অন্যেরা মাঠ থেকে পাতা ভরা গাছের ডালপালা কেটে এনে রাস্তার উপরে ছড়িয়ে দিল। 9আর যে সমস্ত লোক আগে এবং পেছনে যাচ্ছিল তারা চেঁচিয়ে বলতে লাগল,

"'হোশান্না!* 'ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসছেন!' *গীতসংহিতা 118:25-26*

10আমাদের পিতৃপুরুষ দায়ূদের যে রাজ্য আসছে, তা ধন্য! হোশান্না! স্বর্গে ঈশ্বরের মহিমা হোক্।"

11তিনি জেরুশালেমে ঢুকে মন্দিরে গেলেন। সেখানে চারদিকের সমস্ত কিছু লক্ষ্য করলেন; কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে যাওয়ায় বারোজন প্রেরিতকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বৈথনিয়াতে ফিরে গেলেন।

12পরের দিন বৈথনিয়া ছেড়ে আসার সময় তাঁর খিদে পেল। 13দূর থেকে তিনি একটি পাতায় ভরা ডুমুর গাছ দেখে তাতে কিছু ফল পাবেন ভেবে তার কাছে গেলেন, কিন্তু গাছটির কাছে গেলে পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না; কারণ তখন ডুমুর ফলের মরশুম নয়। 14তখন তিনি গাছটিকে বললেন, "এখন থেকে তোমার ফল আর কেউ কোন দিন খাবে না!" এই কথা তাঁর শিষ্যেরা শুনতে পেলেন।

যীশু মন্দিরে গেলেন

(মথি 21:12-17; লূক 19:45-48; যোহন 2:13-22)

15পরে তাঁরা জেরুশালেমে গেলেন; আর মন্দিরের মধ্যে ঢুকে যারা কেনা-বেচা করছিল সেইসব ব্যবসায়ীদের বের করে দিলেন। তিনি পোদ্দারদের টেবিল এবং যারা পায়রা বিক্রি করছিল তাদের আসন উল্টে দিলেন। 16তিনি মন্দিরের মধ্যে দিয়ে কাউকে কোন জিনিস নিয়ে যেতে দিলেন না। 17তিনি শিক্ষা দিয়ে তাদের বললেন, "এটা কি লেখা নেই 'আমার মন্দিরকে সমগ্র জাতির উপাসনা গৃহ বলা হবে?'* কিন্তু তোমরা এটাকে দস্যুদের আস্তানায় পরিণত করেছ।"*

18প্রধান যাজকরা এবং ব্যবস্থার শিক্ষকরা এই কথা শুনে তাঁকে হত্যা করার রাস্তা খুঁজতে থাকল, কারণ তারা তাঁকে ভয় করত, যেহেতু তাঁর শিক্ষায় সমস্ত লোক আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। 19সেই দিন সন্ধ্যে হলেই যীশু ও তাঁর শিষ্যরা মহানগরীর বাইরে গেলেন।

বিশ্বাসের শক্তি

(মথি 21:20-22)

20পরের দিন সকালে যেতে যেতে তাঁরা দেখলেন, সেই ডুমুর গাছটি মূল থেকে শুকিয়ে গেছে। 21পিতর আগের দিনের কথা মনে করে তাঁকে বললেন, "হে গুরু, দেখুন, আপনি যে ডুমুর গাছটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন সেটি শুকিয়ে গেছে।"

22তখন যীশু বললেন, "ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। 23আমি তোমাদের সত্যি বলছি, কেউ যদি ওই পাহাড়কে বলে, 'উপড়ে যাও এবং সমুদ্রে গিয়ে পড়', আর তার মনে কোন সন্দেহ না থাকে এবং সে যদি বিশ্বাস করে যে সে যা বলছে তা হবে, তাহলে ঈশ্বর তার জন্য তাই করবেন। 24এইজন্য আমি তোমাদের বলি, তোমরা যা কিছুর জন্য প্রার্থনা কর, যদি বিশ্বাস কর যে, তোমরা তা পেয়েছ, তাহলে তোমাদের জন্য তা হবেই। 25আর তোমরা যখনই প্রার্থনা করতে দাঁড়াও, যদি কারোর বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাকে ক্ষমা কর, যাতে তোমাদের স্বর্গের পিতাও তোমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন।" 26*

যীশুর কর্তৃত্বের বিষয়ে ইহুদী নেতাদের সন্দেহ

(মথি 21:23-27; লূক 20:1-8)

27পরে তাঁরা জেরুশালেমে ফিরে এলেন। আর যখন তিনি মন্দিরের মধ্যে দিয়ে হাঁটছেন, সেই সময় প্রধান যাজকরা, ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও বয়স্ক ইহুদী নেতারা তাঁর কাছে এলেন। 28তাঁরা তাকে বললেন, "কোন ক্ষমতায় তুমি এসব করছ? এসব করতে তোমাকে কে এই ক্ষমতা দিয়েছে?"

হোশান্না এটি একটি হিব্রু শব্দ। ঈশ্বরের কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনায় ব্যবহৃত হয়। এখানে ঈশ্বর অথবা তাঁর মশীহের প্রশংসা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

'আমার ... হবে' যিশ 56:7

'কিন্তু ... করেছ' যির 7:11

পদ 26 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 26 যুক্ত করা হয়েছে: "কিন্তু তোমরা যদি অন্যদের ক্ষমা না কর তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন না।"

29যীশু তাঁদের বললেন, "আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন করছি, যদি তোমরা উত্তর দিতে পারো, তাহলে আমি তোমাদের বলব কোন ক্ষমতায় এসব করছি। 30যোহন যে বাপ্তাইজ করেছিলেন তা করার অধিকার তিনি স্বর্গ থেকে পেয়েছিলেন না মানুষের কাছ থেকে পেয়েছিলেন? আমাকে বলো।"

31তখন তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বললেন, "যদি আমরা বলি, 'স্বর্গ থেকে' তাহলে বলবে, 'তবে তোমরা তাঁকে বিশ্বাস কর নি কেন?' 32কিন্তু যদি আমরা বলি, 'মানুষের কাছ থেকে' তাহলে জনসাধারণ আমাদের ওপর রেগে যাবে।" তাঁরা জনসাধারণকে ভয় করতেন কারণ জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে যোহন একজন ভাববাদী।

33তাই তাঁরা যীশুকে বললেন, "আমরা জানি না।"

তখন যীশু তাঁদের বললেন, "তবে আমিও কোন্ ক্ষমতায় এসব করছি, তা তোমাদের বলব না।"

ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠালেন

(মথি 21:33-46; লূক 20:9-19)

12 তখন যীশু দৃষ্টান্ত দিয়ে তাদের কাছে বলতে লাগলেন, "একটি লোক দ্রাক্ষা ক্ষেত করে তার চারদিকে বেড়া দিলেন। তিনি দ্রাক্ষা মাড়াই করতে একটি গর্ত খুঁড়লেন, একটি উঁচু ঘর তৈরী করলেন এবং সেই ক্ষেত চাষীদের কাছে জমা দিয়ে অন্য দেশে চলে গেলেন। 2এরপর চাষীদের কাছে ফলের পাওনা অংশ পাবার জন্য তাদের কাছে ঠিক সময়ে তাঁর চাকরকে পাঠিয়ে দিলেন। 3কিন্তু চাষীরা তাকে মারধর করে খালি হাতে ফিরিয়ে দিল । 4তিনি আর একজন চাকরকে তাদের কাছে পাঠালেন। তারা তার মাথায় আঘাত করল, 5এবং তাকে অপমান করল। তখন তিনি আর একজন চাকরকে পাঠালেন, তারা তাকে মেরে ফেলল। এইভাবে তিনি আরো অনেককে পাঠালেন। তারা তাদের মধ্যে কয়েকজনকে মারধোর করল এবং কয়েকজনকে মেরেই ফেলল। 6তাঁর একমাত্র প্রিয় পুত্র ছিল। তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁকেই পাঠালেন, ভাবলেন তারা নিশ্চয়ই আমার পুত্রকে সম্মান করবে।

7চাষীরা তখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, 'এই তো মালিকের ছেলে, ওর বাবা মরলে ক্ষেতের মালিক তো ওই হবে, এস! একে মেরে ফেল, তাহলে আমরা ক্ষেতের মালিক হব!' 8তখন তারা তাঁকে মেরেই ফেলল ও তার মৃতদেহটি দ্রাক্ষা ক্ষেতের বাইরে ফেলে দিল।

9তখন সেই দ্রাক্ষা ক্ষেতের মালিক কি করবেন? তিনি এসে চাষীদের মেরে ফেলবেন এবং সেই দ্রাক্ষা ক্ষেতটি অন্যদের দিয়ে দেবেন। 10শাস্ত্রের এই কথা কি তোমরা পড়নি,

'যে পাথর রাজমিস্ত্রীরা বাতিল করেছিল সেটিই হয়ে উঠল কোণের প্রধান পাথর।

11এটা প্রভুই করেছেন, আর আমাদের চোখে এটা খুব চমকপ্রদ।"

গীতসংহিতা 118:22-23

12তখন তারা তাঁকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু লোকদের ভয় পেল, কারণ তারা জানত যে দৃষ্টান্তটি তিনি তাদের উদ্দেশ্যেই বলেছেন, তাই তারা তাঁকে ছেড়ে চলে গেল।

ইহুদী নেতারা যীশুকে ফাঁদে ফেলতে চাইল

(মথি 22:15-22; লূক 20:20-26)

13পরে ইহুদী নেতারা কয়েকজন ফরীশী এবং হেরোদীয়কে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিল, যাতে তারা যীশুকে কথার ফাঁদে ফেলতে পারে। 14তারা এসে তাঁকে বলল, "হে গুরু, আমরা জানি আপনি সৎ, এবং কোন লোককে ভয় করেন না। আপনি ঈশ্বরের পথের বিষয়ে সত্য শিক্ষা দেন। আচ্ছা, কৈসর সরকারকে কর দেওয়া কি উচিত? আমরা দেব, কি দেব না?"

15তিনি তাদের ভণ্ডামি বুঝতে পেরে বললেন, "তোমরা আমায় কেন পরীক্ষা করছ? আমাকে একটি দীনার এনে দেখাও।" 16তারা তাঁকে দীনার এনে দিলে তিনি তাদের বললেন, "এই মুখ এবং এই নাম কার?" তারা তাঁকে বলল, "কৈসরের প্রতিমূর্তি, কৈসরের নাম।"

17তখন যীশু তাদের বললেন, "কৈসরের যা তা কৈসরকে দাও। আর ঈশ্বরের যা তা ঈশ্বরকে দাও।" তখন তারা তাঁর কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল।

কয়েকজন সদ্দূকী যীশুকে ফাঁদে ফেলতে চাইল

(মথি 22:23-33; লূক 20:27-40)

18পরে কয়েকজন সদ্দূকী তাঁর কাছে এল। যারা বলত পুনরুত্থান বলে কিছু নেই। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 19"গুরু, মোশি আমাদের জন্য লিখেছেন, কারও ভাই যদি স্ত্রী রেখে মারা যায়, আর সে যদি কোন ছেলেমেয়ে না রেখে যায় তবে তার ভাই যেন ঐ বিধবাকে বিয়ে করে নিজের ভাইয়ের বংশ রক্ষা করে। 20সাত ভাই ছিল, প্রথম জন একজন স্ত্রীলোককে বিয়ে করল আর সে ছেলেমেয়ে না রেখে মারা গেল। 21পরে দ্বিতীয় জন তাকে বিয়ে করল; কিন্তু সেও ছেলেমেয়ে না রেখে মারা গেল। তৃতীয় ভাই আগের ভাইয়ের মত বিয়ে করে ছেলে মেয়ে না রেখে মারা গেল। 22এই সাত ভাইয়ের কেউই কোন ছেলেমেয়ে রেখে যায়নি। সবশেষে সেই স্ত্রীলোকটিও মারা গেল। 23মৃত্যুর পরে যখন তারা বেঁচে উঠবে, সে তাদের মধ্যে কার স্ত্রী হবে? কারণ তারা সাতজনই তো তাকে বিয়ে করেছিল।"

24যীশু তাদের বললেন, "তোমরা কেন এই ভুলের মধ্যে রয়েছ? তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের শক্তির কথা। 25কারণ মৃতদের মধ্যে থেকে পুনরুত্থিত হলে তারা বিয়ে করে না, বা তাদেরকে বিয়ে দেওয়া হয় না, বরং তারা স্বর্গে স্বর্গদূতদের মতোই থাকে।" 26কিন্তু পুনরুত্থান হবে কিনা এ ব্যাপারে মোশির পুস্তকে লেখা জ্বলন্ত ঝোপের* অংশটিতে ঈশ্বর তাকে কি বলেছিলেন তা কি তোমরা পড় নি? তিনি বলেছিলেন,

---

জ্বলন্ত ঝোপ যাত্রা 3:1-12

'আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর এবং যাকোবের ঈশ্বর।'* 27তিনি মৃতদের ঈশ্বর নন, জীবিতদেরই ঈশ্বর। তোমরা বড়ই ভুল করেছ।"

কোন্ আজ্ঞা শ্রেষ্ঠ

(মথি 22:34-40; লূক 10:25-28)

28ব্যবস্থার শিক্ষকদের মধ্যে একজন কাছে এসে তাদের আলোচনা শুনলেন। যীশু তাদের ঠিক উত্তর দিয়েছেন জেনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "শাস্ত্রে সমস্ত আদেশের মধ্যে কোন্‌টি প্রধান?"

29যীশু উত্তর দিলেন, "এটাই প্রধান! 'শোন, হে ইস্রায়েল, আমাদের ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু। 30তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, মন, প্রাণ ও সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে ভালবাসবে।'* 31আর দ্বিতীয় আদেশ হল এই, 'তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।'* এই আদেশ দুটি থেকে আর কোন বড় আদেশ নেই।"

32তখন ব্যবস্থার শিক্ষকেরা তাঁকে বললেন, "বেশ, গুরু, আপনি ঠিক বলেছেন যে ঈশ্বরই প্রভু, তিনি ছাড়া অন্য কেউ নেই। 33আর সমস্ত হৃদয়, সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁকে ভালবাসা এবং প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবাসা হচ্ছে সমস্ত রকম বলিদান ও উৎসর্গের থেকে অনেক ভাল।"

34তখন তিনি বুদ্ধির সঙ্গে উত্তর দিয়েছেন দেখে যীশু তাঁকে বললেন, "ঈশ্বরের রাজ্য থেকে তুমি খুব বেশী দূরে নও।" এরপরে তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞেস করতে আর কারো সাহস হল না।

35যীশু মন্দিরে শিক্ষা দেবার সময় বললেন, "ব্যবস্থার শিক্ষকেরা কেমন করে বলে যে খ্রীষ্ট দায়ূদের পুত্র? 36দায়ূদ তো নিজেই পবিত্র আত্মার প্রেরণাতেই এই কথা বলেছেন:

'প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, তুমি আমার ডানদিকে
বস যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের তলায়
রাখি।' *গীতসংহিতা 110:1*

37দায়ূদ নিজেই খ্রীষ্টকে 'প্রভু' বলেন। তবে কেমন করে খ্রীষ্ট দায়ূদের পুত্র হলেন?" অনেক লোক আনন্দের সাথে তাঁর কথা শুনল।

38আর তাঁর শিক্ষায় তিনি তাদের বললেন, "ব্যবস্থার শিক্ষকদের থেকে সাবধান, তারা লম্বা লম্বা পোশাক পরতে চায়, হাটে বাজারে লোকদের সম্মান, 39সমাজগৃহে গুরুত্বপূর্ণ আসন এবং নৈশ ভোজে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেতে ভালবাসে। 40এই লোকেরাই বিধবাদের বাড়িগুলি আত্মসাৎ করে, আর সেই দোষ ঢাকতে লম্বা লম্বা প্রার্থনা করে, ঐ সমস্ত লোকেরা বিচারে আরও কড়া শাস্তি পাবে।"

বিধবার দেওয়া দানের দৃষ্টান্ত

(লূক 21:1-4)

41যীশু দানের বাক্সের সামনে বসে, লোকেরা কেমন করে তাতে টাকা পয়সা ফেলছে তা দেখছিলেন। বহু ধনী লোক প্রচুর টাকা পয়সা তার মধ্যে রাখল। 42পরে একজন গরীব বিধবা এসে তাতে দুটি তামার মুদ্রা ফেলল, যার মূল্য এক সিকিরও কম। 43তখন যীশু নিজের শিষ্যদের কাছে ডেকে বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, দানবাক্সে যারা টাকা পয়সা রেখেছে, তাদের সবার থেকে এই গরীব বিধবা বেশি রাখল। 44কারণ তারা সকলে নিজের নিজের অতিরিক্ত অর্থ থেকে কিছু কিছু রেখেছে; কিন্তু এই গরীব বিধবার যা কিছু সম্বল ছিল, তার সবটুকুই দিয়ে গেল।"

ভবিষ্যতে মন্দিরের বিনাশ

(মথি 24:1-44; লূক 21:5-33)

13 যীশু যখন মন্দির ছেড়ে যাচ্ছেন, সেই সময় শিষ্যদের মধ্যে একজন তাঁকে বললেন, "হে গুরু দেখুন কত চমৎকার বিশাল বিশাল পাথর এবং কত সুন্দর দালান।"

2তখন যীশু তাঁকে বললেন, "তুমি এই সব বড় বড় দালান দেখছ? এর একটা পাথর আর একটা পাথরের উপরে থাকবে না; সবই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।"

3পরে তিনি মন্দিরের সামনে জৈতুন পর্বতমালায় বসলে, পিতর, যাকোব, যোহন এবং আন্দ্রিয় তাঁকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 4"আমাদের বলুন দেখি, এই সমস্ত ঘটনা কখন ঘটবে? আর কি চিহ্ন দেখেই বা বুঝতে পারব যে এই সমস্ত ঘটনা ঘটতে চলেছে?"

5তখন যীশু তাঁদের বলতে লাগলেন, "সতর্ক থেকো, কেউ যেন তোমাদের না ভুলায়। 6সেদিন অনেকে আমার নাম নিয়ে আসবে এবং বলবে, 'আমিই তিনি' এবং তারা আরও অনেকের মন ভুলাবে। 7কিন্তু তোমরা যখন যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনবে, তখন অস্থির হয়ো না; এটা ঘটবেই, কিন্তু তখনও শেষ নয়। 8কারণ জাতির বিরুদ্ধে জাতি এবং রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য জেগে উঠবে। স্থানে স্থানে ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ হবে। এসব কেবল জন্ম যন্ত্রণার আরম্ভ মাত্র।

9"তোমরা নিজেদের ব্যাপারে সাবধান! লোকে তোমাদের আদালতে হাজির করবে, এবং সমাজগৃহের মধ্যে তোমাদের ধরে মারবে। আমার জন্য তোমরা দেশের শাসনকর্তা ও রাজাদের কাছে সাক্ষী দেবার জন্য তাদের সামনে দাঁড়াবে। 10আর সব কিছু শেষ হবার আগে সমস্ত জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করা হবে। 11কিন্তু লোকে যখন তোমাদের গ্রেপ্তার করে বিচার সভায় নিয়ে যাবে, তখন তাদের সামনে কি বলবে তা আগে থেকে ভেবো না, বরং সেই সময়ে পবিত্র আত্মা যা বলতে বলবেন তাই বলবে। কারণ তোমরাই যে কথা বলবে তা নয়, পবিত্র আত্মাই তোমাদের মধ্যে দিয়ে কথা বলবেন। 12তখন ভাই ভাইকে, ও বাবা সন্তানকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেবে, এবং সন্তানরা বাবা-

---

'আমি ... ঈশ্বর' যাত্রা 3:6

'তুমি ... ভালবাসবে' দ্বি বি 6:4-5

'তোমার ... ভালবাসবে' লেবীয় 19:18

মার বিরুদ্ধে উঠে তাদের হত্যার জন্য ধরিয়ে দেবে।
13আর আমার নামের জন্য সকলে তোমাদের ঘৃণা করবে;
কিন্তু যে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে সেই রক্ষা পাবে।

14"যখন তোমরা দেখবে, 'ধ্বংসের সেই ঘৃণার বস্তু
যেখানে দাঁড়াবার নয় সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।'* পাঠকের
বোঝা উচিৎ এর অর্থ কি, "তখন যারা যিহূদিয়াতে
থাকে তারা পাহাড়ে পালিয়ে যাক। 15এবং কেউ যদি
ছাদের উপরে থাকে, সে যেন বাড়ি থেকে কোন কিছু
নেবার জন্য নীচে না নামে বা ঘরে না ঢোকে। 16কেউ
যদি মাঠে থাকে, সে যেন জামাকাপড় নেবার জন্য
ফিরে না যায়। 17হায়, সেই সময়ে গর্ভবতী বা যাদের
কোলে শিশু থাকবে তাদের কত কষ্ট! 18আর প্রার্থনা
কর যেন এটা শীতকালে না ঘটে, 19কারণ সেই সময়
হবে বড়ই কষ্টের সময়। তেমনটি প্রথম যখন ঈশ্বর
পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, তখন থেকে এখন পর্যন্ত কখনই
হয় নি আর কখনও হবেও না। 20আর প্রভু যদি সেই
দিনের সংখ্যা কমিয়ে না দিতেন, তবে কোন প্রাণই
রক্ষা পেত না। কিন্তু তিনি যাদেরকে মনোনীত করেছেন,
সেই মনোনীতদের জন্য সেই দিনের সংখ্যা কমিয়ে
দিয়েছেন। 21কেউ যদি তখন তোমাদের বলে, 'দেখ,
খ্রীষ্ট এখানে বা ওখানে!' তোমরা বিশ্বাস কোরো না।
22কারণ ভণ্ড খ্রীষ্টেরা এবং ভাববাদীরা উঠবে এবং
নানা চিহ্ন ও অলৌকিক কাজ ক'রে দেখাবে, এমন কি
সম্ভব হলে মনোনীত লোকদেরও ভুলাবে। 23কিন্তু
তোমরা সাবধান থেকো! আমি তোমাদের আগেই সমস্ত
কিছু বলে দিলাম।

24 কিন্তু সেই সময়, সেই কষ্টের শেষে, 'সূর্য অন্ধকার
হয়ে যাবে এবং চাঁদ আর আলো দেবে না।
25আকাশ থেকে তারা খসে পড়বে, আকাশের সমস্ত
শক্তি বিচলিত হবে।'

যিশাইয় 13:10; 34:4

26"তখন লোকেরা দেখবে, মানবপুত্র মহামহিমায়
ও পরাক্রমের সঙ্গে মেঘরথে আসছেন। 27তখন
মানবপুত্র তাঁর স্বর্গদূতদের পাঠিয়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত
থেকে আকাশের অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চারিবায়ু থেকে তাঁর
মনোনীত লোকদের সংগ্রহ করবেন।

28"ডুমুর গাছ থেকে এই দৃষ্টান্ত শেখ: যখন তার
শাখা-প্রশাখা কোমল হয়ে পাতা বের করে, তখন
তোমরা জানতে পার গরম কাল এসে গেল। 29ঠিক
তেমনি ঐ সমস্ত ঘটনা ঘটতে দেখলেই তোমরা বুঝতে
পারবে যে সময়* খুব কাছে, এমনকি দরজার সামনে।
30আমি তোমাদের সত্যি বলছি: সমস্ত ঘটনা না ঘটা
পর্যন্ত এই প্রজন্মের শেষ হবে না। 31আকাশ এবং
পৃথিবীর লোপ হবে; কিন্তু আমার কথার লোপ কখনও
হবে না।

32"সেই দিনের বা সেই সময়ের কথা কেউ জানে
না; স্বর্গদূতেরাও নয়, মানবপুত্রও নয়, কেবলমাত্র পিতাই
জানেন। 33সাবধান! তোমরা সতর্ক থাকো! কারণ কখন
যে সেই সময় হবে তোমরা তা জানো না। 34সেই
দিনটা এমনভাবেই আসবে যেমন কোন লোক নিজের
বাড়ি ছেড়ে বিদেশে বেড়াতে যায়, এবং তার চাকরদের
দায়িত্ব দিয়ে প্রত্যেকের কাজ ঠিক করে দেয় আর
দ্বাররক্ষককে সজাগ থাকতে বলে। 35তাই তোমরা সতর্ক
থাকবে, কারণ তোমরা জান না কখন বাড়ির মালিক
আসবেন, সন্ধ্যেবেলায় কি মাঝরাতে, কুকড়া ডাকের
সময় কি ভোরবেলায়। 36হঠাৎ তিনি এসে যেন না
দেখেন যে তোমরা ঘুমিয়ে রয়েছ। 37আমি তোমাদের
যা বলছি, তা সবাইকে বলি, 'সজাগ থেকো!'"

ইহুদী নেতারা যীশুকে হত্যার চক্রান্ত করলেন

(মথি 26:1-5; লূক 22:1-2; যোহন 11:45-53)

14 দু'দিন পরে নিস্তারপর্ব এবং খামিরবিহীন রুটির
উৎসব পর্ব।* প্রধান যাজকরা এবং ব্যবস্থার
শিক্ষকরা সেই সময়ে তাঁকে কেমন করে ছলে বলে
গ্রেপ্তার করে মেরে ফেলতে পারে তারই চেষ্টা করছিলেন।
2তাঁরা বললেন, "উৎসবের সময় আমরা এটা করব না,
কারণ তাতে লোকেদের মধ্যে গণ্ডগোল বেধে যেতে
পারে।"

একটি স্ত্রীলোক বিশেষ এক কাজ করল

(মথি 26:6-13; যোহন 12:1-8)

3যখন তিনি বৈথনিয়াতে কুষ্ঠী শিমোনের বাড়িতে
ছিলেন, তখন তিনি খেতে বসলে একটি স্ত্রীলোক শ্বেত
পাথরের শিশিতে করে দামী সুগন্ধি জটামাংসীর তেল*
নিয়ে এল। সে শিশিটি ভেঙ্গে তাঁর মাথায় সেই তেল
ঢেলে দিল।

4কিছু লোক এতে খুব রেগে গিয়ে নিজেদের মধ্যে
বলাবলি করল, "সুগন্ধি তেলের অপচয় করা হল
কেন? 5এই তেল তো তিনশো দীনারের বেশী দামে
বিক্রি করা যেত, এবং সেই টাকা গরীবদের দেওয়া
যেত।" আর তারা স্ত্রীলোকটির কঠোর সমালোচনা
করল।

6কিন্তু যীশু বললেন, "ওকে যেতে দাও। তোমরা
কেন ওকে দুঃখ দিচ্ছ? সে তো আমার জন্য ভাল
কাজই করেছে। 7কারণ গরীবেরা তোমাদের কাছে
সবসময় আসে, তোমরা যখন ইচ্ছা তাদের উপকার
করতে পার; কিন্তু আমাকে তোমরা সবসময় পাবে না।
8সে যা করতে পারত তাই করেছে। সে আগে থেকে
সমাধির উদ্দেশ্যে আমার গায়ে সুগন্ধি তেল ঢেলে
দিয়েছে। 9আমি তোমাদের সত্যি বলছি: জগতে
যেখানেই আমার সুসমাচার প্রচার করা হবে,

যখন ... আছে দানি 9:27; 12:11 (তুলনীয় দানিয়েল 11:31)

সময় এখানে যীশু সেই সময়ের কথা বলেছেন যখন কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটবে। লূক 21:31, এখানে যীশু বলেছেন ঈশ্বরের রাজত্ব আসার এই সেই সময়।

খামিরবিহীন ... পর্ব পুরানো নিয়মে নিস্তারপর্বের পরের দিন শুরু হয়। কিন্তু এই সময়ে দুটো পর্ব একই দিনে পড়েছে।

জটামাংসীর তেল দুষ্প্রাপ্য চারাগাছের শিকড় হতে প্রস্তুত মূল্যবান তেল।

সেখানেই এই স্ত্রীলোকটির স্মরণার্থে তার কাজের কথা বলা হবে।"

10তখন সেই বারোজনের মধ্যে একজন যিহূদা ঈষ্করিয়োতীয় প্রধান যাজকদের কাছে যীশুকে ধরিয়ে দেবার মতলবে গেল। 11তারা এই কথা শুনে খুব খুশী হলো এবং তাকে টাকা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল। তখন সে যীশুকে ধরিয়ে দেবার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগল।

12খামিরবিহীন রুটির পর্বের প্রথম দিন, যেদিন ইহুদীরা মেষ উৎসর্গ করত, সেইদিন তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, "আমরা কোথায় গিয়ে আপনার জন্য ভোজ প্রস্তুত করব, আপনার ইচ্ছা কি?"

13তখন তিনি শিষ্যদের মধ্যে দু'জনকে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, "তোমরা শহরে যাও, একটা লোক তোমাদের সামনে পড়বে, যে এক কলসী জল নিয়ে আসবে, তাকে অনুসরণ কর।

14সে যে বাড়িতে ঢুকবে, সেই বাড়ির মালিককে বলবে, 'গুরু বলেছেন, সেই অতিথির ঘর কোথায় যেখানে আমি আমার শিষ্যদের সাথে নিস্তারপর্বের ভোজ খেতে পারি।' 15তখন সে উপরের একটি বড় সাজানোগোছানো ঘর দেখিয়ে দেবে। সেখানেই আমাদের জন্য ভোজ প্রস্তুত কর।"

16পরে শিষ্যরা সেখান থেকে শহরে চলে এলেন। তিনি যেরকম বলেছিলেন তাঁরা ঠিক সেইরকম দেখতে পেলেন; আর নিস্তারপর্বের ভোজের আয়োজন সেখানেই করলেন।

17সন্ধ্যে হলে সেই বারোজন প্রেরিতদের সাথে তিনি সেখানে এলেন। 18যখন তাঁরা একসঙ্গে খেতে বসেছেন, যীশু বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা যারা আমার সঙ্গে খেতে বসেছ, তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে শত্রুর হাতে তুলে দেবে।"

19এতে তাঁরা অত্যন্ত দুঃখ পেলেন, এবং প্রত্যেকে এক এক করে জিজ্ঞেস করলেন, "সে কি আমি?"

20তিনি তাদের বললেন, "এই বারোজনের মধ্যে একজন যে আমার সঙ্গে বাটিতে রুটি ডুবিয়ে খাচ্ছে সেই। 21মানবপুত্রের ব্যাপারে শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে, ঠিক সেইভাবে তিনি চলে যাবেন। কিন্তু ধিক্ সেই লোকটিকে যে মানবপুত্রকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দেবে। সেই লোকটির জন্ম না হওয়াই ভাল ছিল।"

প্রভুর ভোজ

(মথি 26:26-30; লূক 22:15-20; 1করিন্থীয় 11:23-25)

22তাঁরা যখন খাচ্ছিলেন, সেই সময় তিনি রুটি নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। রুটিখানি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে তা শিষ্যদের দিয়ে বললেন, "এটা নাও; এটা আমার শরীর।"

23তারপর তিনি পেয়ালা তুলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে শিষ্যদের হাতে দিলেন। আর তাঁরা সকলে তা থেকে পান করলেন।

24তিনি তাঁদের বললেন, "এটা আমার নতুন নিয়মের রক্ত, যা অনেকের জন্যই পাতিত হবে। 25আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমি আর দ্রাক্ষারস পান করব না, যতদিন পর্যন্ত না আমি ঈশ্বরের রাজ্যে সেই দিনে নতুন দ্রাক্ষারস পান না করি।"

26এরপর তাঁরা স্তবগান করে জৈতুন পর্বতের দিকে গেলেন।

যীশুর শিষ্যরা সকলে তাঁকে ত্যাগ করবে

(মথি 26:31-35; লূক 22:31-34; যোহন 13:36-38)

27যীশু তাদের বললেন, "তোমরা সকলে বিশ্বাস হারাবে, কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে,

'আমি মেষপালককে আঘাত করব, এবং মেষেরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।' *সখরিয় 13:7*

28আমি বেঁচে উঠলে, তোমাদের আগে গালীলে যাব।"

29পিতর তাঁকে বললেন, "এমনকি সকলে বিশ্বাস হারালেও আমি হারাব না।"

30তখন যীশু তাঁকে বললেন, "আমি সত্যি বলছি, আজ এই রাত্রেই দু'বার মোরগ ডাকার আগে তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।"

31কিন্তু পিতর আরও জোর দিয়ে বললেন, "যদি আপনার সঙ্গে মরতেও হয়, তবুও আমি আপনাকে অস্বীকার করব না।" বাকি সকলে সেই একই শপথ করলেন।

যীশুর একান্তে প্রার্থনা

(মথি 26:36-46; লূক 22:39-46)

32তখন তাঁরা গেৎশিমানী নামে একস্থানে এলেন। আর যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "যতক্ষণ আমি প্রার্থনা করি, তোমরা এখানে বসে থাক।" 33পরে তিনি পিতর, যাকোব এবং যোহনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, সেসময় ব্যথায় তাঁর আত্মা ব্যাকুল হয়ে উঠল। 34তিনি তাঁদের বললেন, "আমার প্রাণ মৃত্যু পর্যন্ত উদ্বেগে আচ্ছন্ন। তোমরা এখানে থাক আর জেগে থাক।"

35পরে কিছুটা এগিয়ে মাটিতে উবুড় হয়ে পড়ে তিনি প্রার্থনা করলেন, যে যদি সম্ভব হয় তবে এই দুঃখের সময়টা তাঁর কাছ থেকে সরে যাক। 36তিনি বললেন, "আব্বা, পিতা তোমার পক্ষে তো সবই সম্ভব। এই পানপাত্র* আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নাও। কিন্তু তবুও আমি যা চাই তা নয় তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

37পরে তিনি এসে দেখলেন তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন, আর তিনি পিতরকে বললেন, "শিমোন তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ? তুমি এক ঘণ্টাও জেগে থাকতে পারলে না? 38তোমরা জেগে থাক এবং

পানপাত্র এখানে যীশু তাঁর জীবনে যে সমস্ত দুঃখ কষ্ট আসবে তার বিষয়ে বলেছেন। কোন কিছুতে পূর্ণ এক পানপাত্র যার স্বাদ অত্যন্ত খারাপ তা পান করা যেমন কঠিন তেমনি এইসব দুঃখ কষ্ট সহ্য করা বড় কঠিন হবে।

প্রার্থনা কর, যাতে প্রলুব্ধ না হও। আত্মা ইচ্ছুক কিন্তু
শরীর দুর্বল।"
39তিনি আবার গেলেন এবং একই কথা বলে প্রার্থনা
করলেন। 40তারপর ফিরে এসে দেখলেন তাঁরা ঘুমাচ্ছেন,
কারণ ঘুমে তাদের চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। তাঁরা
যীশুর দিকে তাকিয়ে তাঁকে কি বলবেন বুঝে উঠতে
পারছিলেন না। 41পরে তিনি তৃতীয়বার এসে তাঁদের
বললেন, "তোমরা কি এখনও ঘুমোচ্ছ, বিশ্রাম করছ?
যথেষ্ট হয়েছে! সময় হয়ে গেছে। দেখ, মানবপুত্রকে
বিশ্বাসঘাতকতা করে পাপীদের হাতে তুলে দেওয়া
হচ্ছে। 42ওঠ! আমরা যাই! ঐ দেখ, যে আমার সঙ্গে
বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে আসছে।"

যীশুকে গ্রেপ্তার

(মথি 26:47-56; লূক 22:47-53; যোহন 18:3-12)

43আর তিনি যখন কথা বলছিলেন, সেই সময় যিহূদা
সেই বারোজন প্রেরিতের মধ্যে একজন এল। আর
তার সাথে অনেক লোক তরোয়াল লাঠি নিয়ে এল।
প্রধান যাজক, ব্যবস্থার শিক্ষক এবং বয়স্ক ইহুদী নেতারা
এই লোকদের পাঠিয়েছিল। 44সেই বিশ্বাসঘাতক যিহূদা
তাদের এই সঙ্কেত দিয়েছিল: "যাকে আমি চুমু দেব,
সেই ঐ লোকটি। তোমরা তাকে ধরে পাহারা দিয়ে
নিয়ে যাবে।"
45সে উপস্থিত হয়েই যীশুর কাছে গিয়ে বলল,
"গুরু!" বলেই তাঁকে চুমু দিল। 46তখন তারা তাঁকে
ধরে গ্রেপ্তার করল। 47যারা তাঁর কাছে দাঁড়িয়েছিল
তাদের মধ্যে একজন নিজের তরোয়াল বের করে
মহাযাজকের চাকরকে আঘাত করে তার কান কেটে
দিল।
48তখন যীশু তাদের বললেন, "তোমরা লাঠি,
তরোয়াল নিয়ে আমাকে ধরতে এসেছ। মনে হচ্ছে
আমি একজন দস্যু। 49আমি প্রতিদিন মন্দিরে
তোমাদের মধ্যে থেকেছি ও শিক্ষা দিয়েছি, তখন তো
আমায় ধরলে না। কিন্তু শাস্ত্রের বাণী সফল হবেই।"
50তখন তাঁর সব শিষ্যেরা তাঁকে ফেলে পালিয়ে
গেলেন।
51আর একজন যুবক উলঙ্গ শরীরে একটি চাদর
জড়িয়ে তাঁকে অনুসরণ করল। তারা তাকে গ্রেপ্তার
করার চেষ্টা করল। 52কিন্তু সে চাদরটি ফেলে উলঙ্গ
অবস্থায় পালিয়ে গেল।

ইহুদী নেতাদের সামনে যীশু

(মথি 26:57-68; লূক 22:54-55, 63-71;
যোহন 18:13-14, 19-24)

53তখন তারা যীশুকে মহাযাজকের কাছে নিয়ে এল।
প্রধান যাজকরা, বয়স্ক ইহুদী নেতারা এবং ব্যবস্থার
শিক্ষকরা সকলে এক জায়গায় জড়ো হলেন। 54আর
পিতর দূরে দূরে থেকে যীশুর পেছনে যেতে যেতে
মহাযাজকের উঠোন পর্যন্ত গেলেন, এবং রক্ষীদের সঙ্গে
বসে আগুন পোহাতে লাগলেন।
55তখন প্রধান যাজকেরা এবং মহাসভার সকলেই
এমন একজন সাক্ষী খুঁজছিলেন যার কথার জোরে
যীশুকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যায়; কিন্তু তেমন সাক্ষ্য
তারা পেলেন না। 56কারণ অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা
সাক্ষী দিল বটে কিন্তু তাদের সাক্ষ্য মিলল না।
57তখন কিছু লোক তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষী দিয়ে
বলল, 58"আমরা তাঁকে বলতে শুনেছি, 'মানুষের হাতে
তৈরী এই মন্দিরটি ভেঙ্গে ফেলব, এবং তিন দিনের
মধ্যে মানুষের হাত দিয়ে তৈরী নয় এমন একটি মন্দির
আমি গড়ে তুলব।'" 59কিন্তু এতেও তাদের সাক্ষ্যের
প্রমাণ মিলল না। 60তখন মহাযাজক সকলের সামনে
দাঁড়িয়ে যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি কিছুই
উত্তর দেবে না? এই সমস্ত লোকেরা তোমার বিরুদ্ধে
কি সাক্ষ্য দিচ্ছে?" 61কিন্তু তিনি চুপচাপ থাকলেন কোন
উত্তর দিলেন না।
আবার মহাযাজক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি
কি সেই পরম খ্রীষ্ট পরম ধন্য, ঈশ্বরের পুত্র?"
62যীশু বললেন, "হ্যাঁ, আমিই ঈশ্বরের পুত্র। তোমরা
একদিন মানবপুত্রকে ঈশ্বরের ডানপাশে বসে থাকতে
আকাশের মেঘে আবৃত হয়ে আসতে দেখবে।"
63তখন মহাযাজক তাঁর পোশাক ছিঁড়ে বললেন,
"আমাদের সাক্ষীর আর কি প্রয়োজন? 64তোমরা তো
ঈশ্বর নিন্দা শুনলে। তোমাদের কি মনে হয়?"
তারা সকলে তাকে দোষী স্থির করে বলল, "এর
মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত।" 65তখন কেউ কেউ তাঁর মুখে
থুথু ছিটিয়ে দিল, তাঁর মুখ ঢেকে ঘুষি মারল, এবং
বলতে লাগল, "ভাববাণী করে বল তো, কে তোমাকে
ঘুষি মারল?" পরে রক্ষীরা তাকে মারতে মারতে নিয়ে
গেল।

যীশুকে স্বীকার করতে পিতর ভয় পেলেন

(মথি 26:69-75; লূক 22:56-62;
যোহন 18:15-18, 25-27)

66পিতর যখন নীচে উঠোনে ছিলেন, তখন
মহাযাজকের একজন চাকরানী এল। 67সে পিতরকে
আগুন পোহাতে দেখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমিও
তো নাসরতীয় যীশুর সঙ্গে ছিলে।"
68কিন্তু পিতর অস্বীকার করে বললেন, "আমি জানি
না, আর বুঝতেও পারছি না তুমি কি বলছ।" এই বলে
তিনি বারান্দার দিকে যেতেই একটা মোরগ ডেকে
উঠল।*
69কিন্তু চাকরানীটা তাকে দেখে, যারা তার কাছে
দাঁড়িয়েছিল তাদের বলতে লাগল, "এই লোকটি ওদেরই
একজন!" 70তিনি আবার অস্বীকার করলেন।
কিছুক্ষণ বাদে যারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল তারা
পিতরকে বলল, "সত্যি তুমি তাদের একজন, কারণ
তুমি গালীলের লোক।"

তিনি ... উঠল কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে এই কথাগুলি পাওয়া যায়: "এবং মোরগ ডেকে উঠল।"

71তিনি অভিশাপ দিয়ে শপথ করে বলতে লাগলেন,
"তোমরা যে লোকটির কথা বলছ, তাকে আমি চিনি
না।"
72আর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার মোরগটি ডেকে উঠল,
তাতে যীশু যে কথা বলেছিলেন, "মোরগটি দু'বার
ডাকার আগে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করবে"
সে কথা পিতরের মনে পড়ল আর তিনি কান্নায় ভেঙ্গে
পড়লেন।

রাজ্যপাল পীলাত প্রশ্ন করলেন

(মথি 27:1-2, 11-14; লূক 23:1-5; যোহন 18:28-38)

15 সকাল হতেই প্রধান যাজকেরা, বয়স্ক ইহুদী
নেতারা, ব্যবস্থার শিক্ষকেরা ও সমস্ত মহাসভার
লোকেরা শলাপরামর্শ করলেন। তারা যীশুকে বেঁধে
পীলাতের কাছে পাঠালেন এবং তার হাতে তুলে দিলেন।
2তখন পীলাত তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি
ইহুদীদের রাজা?"
যীশু তাঁকে বললেন, "হ্যাঁ, আপনি যেমন বললেন
তেমনই।"
3তখন প্রধান যাজকেরা যীশুর বিরুদ্ধে নানান দোষের
কথা বলতে লাগলেন। 4পীলাত তাঁকে আবার জিজ্ঞেস
করলেন, "তুমি কি কিছুই উত্তর দেবে না? দেখ, এরা
তোমার বিরুদ্ধে কত অভিযোগ করছে!"
5কিন্তু তবু যীশু কোন উত্তর দিলেন না দেখে পীলাত
আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

যীশুকে মুক্ত করতে পীলাতের চেষ্টা ব্যর্থ

(মথি 27:15-31; লূক 23:13-25; যোহন 18:39-19:16)

6নিস্তারপর্বের সময়ে পীলাত লোকদের ইচ্ছে মতো
একজন বন্দীকে মুক্ত করে দিতেন। 7সেই সময় বারাব্বা
নামে একটি লোক বিদ্রোহীদের সাথে কারাগারে ছিল,
যারা বিদ্রোহের সময় অনেক খুন জখম করেছিল। 8আর
তিনি পীলাত লোকদের জন্য সচরাচর যা করতেন,
সেই লোকেরা তাকে তাই করতে বলল।
9পীলাত তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "ইহুদীদের
রাজাকে আমি তোমাদের জন্য মুক্ত করে দিই, এটাই
কি তোমাদের ইচ্ছে?" 10কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন
প্রধান যাজকরা হিংসার বশবর্তী হয়ে যীশুকে তার হাতে
তুলে দিয়েছিল। 11কিন্তু প্রধান যাজকেরা জনতাকে
ক্ষেপিয়ে তুলল যাতে তারা যীশুর পরিবর্তে বারাব্বার
মুক্তি দাবি করে।
12কিন্তু পীলাত আবার তাদের বললেন, "তবে
তোমরা যাকে ইহুদীদের রাজা বল তাকে কি করব?"
13তারা চেঁচিয়ে বলল, "ওকে ক্রুশে দাও!"
14কিন্তু তিনি তাদের বললেন, "কেন? এ কি মন্দ
কাজ করেছে?"
তারা আরও চেঁচিয়ে বলল, "ওকে ক্রুশে দাও!"
15তখন পীলাত লোকদের খুশী করতে বারাব্বাকে
তাদের জন্য ছেড়ে দিলেন, এবং যীশুকে চাবুক মেরে
ক্রুশে বিদ্ধ করবার জন্য তাদের হাতে তুলে দিলেন।
16পরে সেনারা প্রাসাদের মধ্যে অর্থাৎ প্রধান
শাসনকর্তার সদর দপ্তরের উঠোনে যীশুকে নিয়ে গিয়ে
সমস্ত সেনাদের ডাকল। 17তারা যীশুকে বেগুনী রঙের
কাপড় পরিয়ে দিল এবং কাঁটার মুকুট তৈরী করে তাঁর
মাথায় চাপিয়ে দিল। 18তারা তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে
বলতে লাগল, "ইহুদীদের রাজা নমস্কার!" 19তারা তাঁর
মাথায় একটা লাঠি দিয়ে বার বার মারতে লাগল ও
তাঁর গায়ে থুথু ছিটিয়ে দিল। তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে
তাঁকে প্রণাম করতে থাকল। 20তাঁকে নিয়ে এইভাবে
মজা করবার পর তারা ঐ বেগুনী রঙের কাপড় খুলে
নিয়ে তাঁর নিজের কাপড় পরিয়ে দিল। আর ক্রুশে
দেবার জন্য তাঁকে বাইরে নিয়ে গেল।

যীশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করলেন

(মথি 27:32-44; লূক 23:26-43; যোহন 19:17-27)

21সেই সময় শিমোন নামে একটা লোক কুরীণীয়
গ্রামাঞ্চল থেকে সেই পথ ধরে আসছিল। সে
আলেকসান্দর ও রূফের বাবা। সেনারা তাকে যীশুর
ক্রুশ বয়ে নিয়ে যাবার জন্য বেগার ধরল। 22পরে তারা
যীশুকে গলগথা নামে এক জায়গায় নিয়ে এল। গলগথার
অর্থ "মাথার খুলির স্থান।" 23তারা তাঁকে গন্ধরস মিশানো
দ্রাক্ষারস পান করতে দিল; কিন্তু তিনি তা পান করলেন
না। 24পরে তারা তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করল। তাঁর
কাপড়গুলোকে আলাদা আলাদা করে ঘুটি চেলে ঠিক
করল কে তাঁর পোশাকের কোন অংশ পাবে।
25সকাল ন'টার সময়ে তারা তাঁকে ক্রুশে দিল।
26তারা তাঁর ক্রুশের উপর তাঁর বিরুদ্ধে দোষপত্র লেখা
একটা ফলক লাগিয়ে দিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল,
"ইহুদীদের রাজা।" 27তারা তাঁর সাথে আর দু'জন
দস্যুকে ক্রুশে দিল। একজনকে তার ডানদিকে এবং
অপরজনকে তার বাঁদিকে। 28* 29লোকেরা সেই পথ
দিয়ে যেতে যেতে যীশুর নিন্দা করতে লাগল। তারা
মাথা নেড়ে বলল, "ওহে, তুমি না মন্দির ভেঙ্গে ফেলে
তিনদিনের মধ্যে তা আবার গেঁথে তোল। 30ক্রুশ থেকে
নেমে নিজেকে রক্ষা কর!"
31ঠিক একইভাবে প্রধান যাজকরা, এবং ব্যবস্থার
শিক্ষকরা তাঁকে ঠাট্টা করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি
করলেন, "ঐ লোকটি অন্যদের রক্ষা করত, কিন্তু
নিজেকে রক্ষা করতে পারে না! 32খ্রীষ্ট, ঐ ইস্রায়েলের
রাজা এখন ক্রুশ থেকে নেমে আসুক, তাহলে আমরা
বিশ্বাস করব।" তাঁর সঙ্গে যারা ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিল,
তারাও তাঁকে ঠাট্টা করতে লাগল।

যীশু মারা গেলেন

(মথি 27:45-56; লূক 23:44-49; যোহন 19:28-30)

33পরে বেলা বারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত সমস্ত
দেশ অন্ধকারে ছেয়ে গেল। 34আর তিনটের সময় যীশু

পদ 28 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 28 যুক্ত করা হয়েছে, "তখন এই শাস্ত্রীয় বাণী পূর্ণ হল, 'তারা তাঁকে অপরাধীদের সঙ্গে রেখেছিল।'"

চিৎকার করে বলে উঠলেন, "এলোই, এলোই, লামা শবক্তাণী?" যার অর্থ "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় ত্যাগ করেছ?"

35যারা তাঁর কাছে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই কথা শুনে বলল, "দেখ, ও এলিয়কে ডাকছে।"

36একজন লোক দৌড়ে গিয়ে একটা স্পঞ্জ এনে সিরকায় ভিজিয়ে নলে করে তাঁর মুখে তুলে ধরে বলল, "দেখা যাক, এলিয় ওকে নামাতে আসে কি না।"

37পরে যীশু জোরে চিৎকার করে উঠে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। 38আর মন্দিরের পর্দা উপর থেকে নিচে পর্যন্ত চিরে দু'ভাগ হয়ে গেল। 39আর যে সেনাপতি তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি যীশুকে এইভাবে মৃত্যুবরণ করতে দেখে বললেন, "সত্যিই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।"

40কয়েকজন স্ত্রীলোক দূর থেকে দেখছিলেন, তাদের মধ্যে মন্দলীনী মরিয়ম, শালোমী আর ছোট যাকোব এবং যোশির মা মরিয়ম সেখানে ছিলেন। 41যখন যীশু গালীলে ছিলেন, তখন এই মহিলারা তাঁর সঙ্গে যেতেন এবং তাঁর দেখাশুনা করতেন। আরও বহু স্ত্রীলোক তখন সেখানে ছিলেন যারা যীশুর সাথে জেরুশালেমে এসেছিলেন।

যীশুর সমাধি

(মথি 27:57-61; লূক 23:50-56; যোহন 19:38-42)

42সেই দিনটা ছিল আয়োজনের দিন। অর্থাৎ বিশ্রামের আগের দিন। 43সন্ধ্যাবেলায় আরিমাথিয়ার যোষেফ এলেন, তিনি ছিলেন ইহুদী মহাসভার একজন মাননীয় সভ্য, যিনি ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। তিনি সাহস করে পীলাতের কাছে গিয়ে সমাধি দেওয়ার জন্য যীশুর দেহটিকে চাইলেন। 44যীশু এর মধ্যে মারা গেছেন শুনে পীলাত আশ্চর্য্য হলেন, তিনি তাই সেনাপতিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর মৃত্যু হয়েছে কিনা। 45সেনাপতির কাছে মৃত্যুর খবরটি জানতে পেরে তিনি যোষেফকে যীশুর দেহটি নিয়ে যেতে দিলেন। 46যোষেফ কিছুটা মসীনা কাপড় কিনে ক্রুশ থেকে যীশুর দেহ নামিয়ে ঐ মসীনা কাপড়ে জড়ালেন এবং পাথর কেটে তৈরী এমন একটা সমাধিগুহার মধ্যে তাঁর দেহটাকে রাখলেন। তারপর একটা পাথর গুহার মুখে গড়িয়ে সমাধির মুখটি বন্ধ করে দিলেন। 47যীশুকে যেখানে সমাধি দেওয়া হল সেই স্থানটি মরিয়ম মন্দলীনী ও যোশির মা মরিয়ম দেখলেন।

যীশুর পুনরুত্থানের খবর

(মথি 28:1-8; লূক 24:1-12; যোহন 20:1-10)

16 বিশ্রাম শেষ হলে মরিয়ম মন্দলীনী, যাকোবের মা মরিয়ম সুগন্ধি মশলা কিনলেন যেন গিয়ে যীশুর দেহে মাখাতে পারেন। 2সপ্তাহের প্রথম দিন ভোরে, ঠিক সূর্য ওঠার পরই তাঁরা সমাধিগুহার কাছে গেলেন। 3তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলেন, "কে আমাদের জন্য সমাধিগুহার মুখ থেকে পাথরটি সরিয়ে দেবে?"

4তখন তাঁরা দেখতে পেলেন যে পাথরটা সরানো রয়েছে। সেই পাথরটা মস্ত বড় ছিল। 5পরে তাঁরা সমাধিগুহার ভিতরে গিয়ে দেখলেন, একজন যুবক ডানদিকে সাদা পোশাক পরে বসে আছেন; তাতে তারা ভয়ে চমকে উঠলেন।

6তখন তিনি তাঁদের বললেন, "ভয় পেও না। তোমরা তো নাসরতীয় যীশুর খোঁজ করছ যাকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল। তিনি বেঁচে উঠেছেন! তিনি এখানে নেই। দেখ, এখানে তাঁকে রাখা হয়েছিল। 7যাও, পিতর ও তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের বল গিয়ে, 'দেখ তিনি তোমাদের আগেই গালীলে যাচ্ছেন। তিনি যেমন তোমাদের বলেছিলেন, ঠিক সেখানে তাঁকে দেখতে পাবে।"'

8তখন তাঁরা সমাধিগুহা থেকে বেরিয়ে দৌড়ালেন, কারণ তাঁরা ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন এবং কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। তাঁরা কাউকে কিছু বললেন না, কারণ তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন।

(কিছু কিছু পুরানো গ্রীক প্রতিলিপিতে মার্ক পুস্তক এখানে শেষ হয়েছে)

শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ যীশুর দেখা পেলেন

(মথি 28:9-10; যোহন 20:11-18; লূক 24:13-35)

9তাঁর পুনরুত্থানের পর সপ্তাহের প্রথম দিনে অর্থাৎ রবিবার ভোরে, তিনি প্রথমে মন্দলীনী মরিয়মকে দেখা দিলেন, যার থেকে তিনি সাতটা ভূতকে তাড়িয়েছিলেন। 10মরিয়ম গিয়ে যারা যীশুর সঙ্গে থাকতেন তাঁদের এই কথা বললেন। তাঁরা তখনও শোকে কাঁদছিলেন; 11কিন্তু যখন শুনলেন যে যীশু বেঁচে আছেন এবং তাঁকে দেখা দিয়েছেন, তাঁরা ঐ কথা বিশ্বাস করলেন না। 12পরে তাদের মধ্যে দুজন যখন গ্রামের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তিনি তাঁদের দেখা দিলেন, আর তাঁকে অন্যরকম দেখাল।

13তাঁরা গিয়ে অন্য বাকী সব শিষ্যদের এটা জানালেন; কিন্তু তাঁদের কথাতেও তাঁরা বিশ্বাস করলেন না।

প্রেরিতদের সঙ্গে যীশুর কথোপকথন

(মথি 28:16-20; লূক 24:36-49; যোহন 20:19-23; প্রেরিত 1:6-8)

14পরে সেই এগারোজন শিষ্য যখন খেতে বসেছেন, তিনি তাঁদের কাছে দেখা দিলেন। তিনি তাঁদের অবিশ্বাস ও কঠিন মনোভাবের জন্য তিরস্কার করলেন, কারণ তিনি বেঁচে ওঠার পর যাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন, তাঁদের কথায়ও তাঁরা বিশ্বাস করেন নি। 15আর তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা সমস্ত পৃথিবীতে যাও, এবং সব লোকের কাছে সুসমাচার প্রচার কর। 16যারা বিশ্বাস করে বাপ্তাইজ হবে, তারা রক্ষা পাবে, কিন্তু যারা বিশ্বাস করবে না, তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হবে। 17যারা বিশ্বাস করবে এই চিহ্নগুলি তাদের অনুবর্তী হবে। আমার

নামে তারা ভূত তাড়াবে; নতুন নতুন ভাষায় কথা
বলবে; 18হাতে করে সাপ তুলবে এবং মারাত্মক কিছু
খেলেও তাদের কোন ক্ষতি হবে না; আর তারা অসুস্থ
লোকের উপর হাত রাখলে, তারা সুস্থ হবে।”
19তাঁদের সঙ্গে কথা বলার পর প্রভু যীশুকে স্বর্গে
তুলে নেওয়া হল এবং তিনি ঈশ্বরের ডানদিকে বসলেন।
20আর তাঁরা গিয়ে সব জায়গায় সুসমাচার প্রচার করতে
লাগলেন, এবং প্রভু তাঁদের সঙ্গে কাজ করলেন, আর
অলৌকিক কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর সুসমাচারের সত্যতা
প্রমাণ করলেন।

License Agreement for Bible Texts

World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.

These Scriptures:

- Are copyrighted by World Bible Translation Center.
- Are not public domain.
- May not be altered or modified in any form.
- May not be sold or offered for sale in any form.
- May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space).
- May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included.
- May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: "Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission." If the text quoted is from one of WBTC's non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for "HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™." The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC's text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as "ERV" for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC's text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.

World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com

WBTC's web site – World Bible Translation Center's web site: http://www.wbtc.org

Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org

Current license agreement – *This license is subject to change without notice. The current license can be found at:* http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm

Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html